ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 July 2021 ■ আগরতলা ২১ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ৪ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মঙ্গলবার আগরতলায় ইসকন মন্দিরে ফেরা রেথ। ছবি নিজস্ব।

বাস্তব ভিত্তি নেই পেগাসাস রিপোর্টের, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিরোধীরা হৈচৈ করছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। সংসদ অচল রাখার উদ্দেশ্যেই বিরোধীরা পেগাসাস রিপোর্ট নিয়ে হৈচৈ শুরু করেছেন। অথচ ওই রিপোর্টের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। আজ নয়াদিল্লি সাংবাদিকদের মুখোমুখি বিরোধীদের এভাবেই বিধলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার করোনার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই জারি রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের সহায়তার বদলে বিরোধীরা সংসদ মুলতুবির প্রস্তাব এনেছেন।

তিনি বলেন, আমরা কখনো এমন মহামারীর সম্মুখীন হয়নি। অতীতে এধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে প্রচুর সংখ্যায় মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অথচ, বর্তমানে তেমন মৃত্যুর ঘটনার সাক্ষী হয়নি আমাদের দেশ। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলকে এগিয়ে এসে মহামারীর মোকাবিলা ও সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, সংসদ অধিবেশন শুরুর এক দিন পূর্বে ফোন টেপিং-র খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং বিরোধীরা এই বিষয়টি নিয়ে চিতার শুরু করেছেন। তাঁরা চাইছেন না সংসদ চলুক, যা এই মুহুর্তে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশের জন্য খুবই জরুরি।

তিনি অতীতের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অমর সিং ২০০৬ সালে কংগ্রেস জমানায় এমনই অভিযোগ এনেছিলেন। তত্তালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে, কর এবং অর্থ তছরুপকারীদের বিরুদ্ধে টেপিং ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, কংগ্রেস ফোন টেপিং করেছে তা অতীতে প্রমাণিত হয়েছে। সেই প্রমাণ এখনো মজুদ রয়েছে। কিন্ত, এখন তাদের কাছে কোন ইস্যু নেই, মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।

করোনা ভাইরাস সামলানোর ক্ষমতা ছোটদের অনেক বেশি

প্রাথমিক স্কুল খোলার পরামর্শ আইসিএমআর'র

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি. স.) ।। করোনা ভাইরাস সামলানোর ক্ষমতা ছোটদের অনেক বেশি। তাই প্রাইমারি স্কুল থেকে ধাপে ধাপে স্কুল-কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। করোনা আবহে এমনটাই যুক্তি আইসিএমআর প্রতিষ্ঠানের ডিজি বলরাম ভার্গবের।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইসিএমআরের ডিজি বলরাম ভার্গব বলেন, ভারত যখন মনে করবে স্কুল খোলার সময় হয়েছে, সব থেকে ভাল হবে প্রাথমিক স্কুলগুলি প্রথমে খোলা হলে। এর পর অন্যান্য স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া সঙ্গত হবে। স্কুল বাসের চালক, শিক্ষক এবং অন্যান্য সমস্ত কর্মীদের টিকার ব্যবস্থা করে স্কুল খোলা দরকার। এদিন তিনি আরও বলেন, সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে শিশুদের মধ্যে করোনার সংক্রমণ হলে তা মোকাবিলার ক্ষমতাও ওদের বেশি। তাঁর যুক্তি যে 'রিসেপটর'-এর মাধ্যমে মানব দেহে করোনার প্রবেশ হয়, তা প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় বাচ্চাদের শরীরে কম থাকে। ফলে ওদের শরীরে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ কম বলে দাবি আইসিএমআর কর্তার

অন্যদিকে আইসিএমআর কর্তার দাবি, মঙ্গলবার সেরোসার্ভের চতুর্থ রিপোর্ট এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে বড়দের মতোই শিশুদের শরীরেও অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে। মোটামুটি ৬৭ শতাংশের শরীরে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। এক্ষেত্রে ৬-৯ বছরের বাচ্চাদের মধ্যে ৫৭ শতাংশ, ১০-১৭ বছরে ৬১ শতাংশ। এখানে আরও একটি যুক্তি রয়েছে, এই সমীক্ষায় যে সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্কদের যুক্ত করা হয়েছে, তাদের অনেকে সংক্রমণের প্রতিষেধকও ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছেন। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা হয়নি। অর্থাৎ বাচ্চারা করোনা সংক্রমিত হলেও বেশির ভাগই লড়াই করে জিতেও ফিরেছে বলেই মনে করছে আইসিএমআর। সেই জায়গা থেকেই এই কথা তুলে ধরেছেন আইসিএমআরের ডিজি। তিনি চান, যদি স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা হলে আগে যেন প্রাথমিক স্কুলগুলি খুলে দেওয়া যেতে পারে। তবে স্কুলটি যে জায়গায় অবস্থিত সেখানকার সংক্রমণের রেখচিত্রটা দেখে নেওয়া দরকার।

পরিস্রুত পানীয় জল ও রাস্তা সংস্কারের দাবীতে মাতাবাড়িতে অবরোধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ জুলাই।। পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা সমাধান এবং রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবিতে মঙ্গলবার উদয়পুর অমরপুর সড়কে পথ অবরোধ করেন মাতাবাড়ির কুঞ্জবন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ডের মহিলারা। রাস্তা সংস্কার এবং পানীয় জলের দাবিতে উদয়পুর মাতাবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত কুঞ্জবন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের মহিলারা উদয়পুর অমরপুর সড়ক অবরোধ করেন।

তাদের দাবি ৫নং ওয়ার্ডের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করা হয়নি। পায়ে হেঁটে চলাফেরা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এলাকার জনপ্রতিনিধিদের বারবার বলা সত্ত্বেও রাস্তাটি সংস্কার করা হচ্ছে না। সে কারণেই বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার সকালে মহিলারা একত্রিত হয়ে সড়ক অবরোধ করেন। তাছাড়া এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা পানীয় জলের। ৫ নং ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য বারবার দাবি জানিয়ে ইতিবাচক কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার পরিবর্তনের সাড়ে তিন বছর অতিক্রম হয়ে গেলেও তাদের সমস্যাগুলো সমাধান হয়নি।

গ্রাম পঞ্চায়েত বাসিন্দারা মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজন সেনকে বিষয়টি বারবার জানিয়েছেন। সমস্যাগুলি সম্পর্কে চেয়ারম্যান নিজেও অবগত আছেন। কিন্তু তারপরও তাদের সমস্যাগুলো সমাধান হয় নি। ভোট আসলে নেতারা এলাকায় আসেন, ভোট ভোট শেষ হয়ে গেলে তাদের টিকির নাগালও মিলেনা।

জনগণের সমস্যা সমাধান নিয়ে শুধু নেতাদের মুখের সান্তনার বুলি সার। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে চলতি অর্থ বছরে ১,৫৯,৯১৩টি পাকা ঘর মঞ্জুর করল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীন) চলতি অর্থ বছরে ত্তিপুরার জন্য ১,৫৯,৯১৩টি পাকা ঘরের মঞ্জুরি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক এই গৃহ নির্মান প্রকল্পে রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করেছে। ত্রিপুরার ইতিহাসে একটি অর্থ বছরে এত বিশাল সংখ্যক গৃহ নির্মানের মঞ্জুরি ও অর্থ বরাদ্দের ঘটনা নজিরবিহীন। মঙ্গলবার সচিবালয়ে এই দাবি করেন ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন।

শ্রী দেব বর্মন আরও জানান, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় শুধুমাত্র ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মধ্যে ৪২,৯৪৪ টি ঘর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। পূর্বতন রাজ্য সরকারের ওই কাজ দুই অর্থ বছরেও সমাপ্ত করতে পারেনি। কারণ পূর্বতন সরকার ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ ওই দুটি অর্থবছর মিলে মাত্র ৩,৩৩৩ টি ঘর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত 'কাঁচা ঘর'-র সংজ্ঞা অনুসারে জিসিআই শীটের ছাদযুক্ত কাঁচা মাটির ঘরগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকার দ্বারা পাঠানো প্রস্তাব বিবেচনা করেছে এবং রাজ্যকে ২০২১-২২ অর্থ বছরের মধ্যে ১.৫৯ লক্ষ প্রধানমন্ত্রী আবাসের ঘর নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তার জন্য রাজ্য বাজেটেও মোট ২০৬৭ কোটি টাকা অর্থরাশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ২০২১-২২ অর্থবছরে অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০২১ পাঁচটি অর্থবছরের বরাদ্দ করা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩০০ু শতাংশ থেকেও বেশি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এলেন কিশোর বর্মণ, বিজেপির নতুন সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। ছক পুরনোই। তবে, নতুন দায়িত্বে নয়া চেহেরা ত্রিপুরায় বর্তমান শাসকের ২০২৩ নির্বাচনের কামান সামলাবেন। সেনাপতি নয়, তবে প্রধান সৈনিকের মতই ত্রিপুরার সন্তান কিশোর বর্মণ বিজেপি-র শক্তিবৃদ্ধি করবেন। অন্তত, এমনটাই দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে রাজ্যে এসেছেন তিনি। ঠিক যেমনটা ২০১৫ সালে বিপ্লব কুমার দেব দিল্লি থেকে ত্রিপুরায় এসেছিলেন। কল্পনার বাইরে গিয়ে বামদুর্গ তছনছ করে দিয়েছিলেন।

এখন দূর্গ সামলানো তাঁর একমাত্র লক্ষ্য বলেই মনে করা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় এলেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রাক্তন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সংগঠন তথা ত্রিপুরার নলছড় কেমতলির বাসিন্দা কিশোর বর্মণ। ত্রিপুরায় আসা মাত্রই প্রদেশ সভাপতি তাঁকে দলের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করেছেন। তাঁর দাবি, বুথ স্তরে কাজ করা আমার খুবই পছন্দের। ত্রিপুরায় আসা মাত্রই ওই দায়িত্ব পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। এখন বুথকে আরো শক্তিশালী করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। প্রদেশ সভাপতির মতে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। তাঁর যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বুথগুলিকে অধিক শক্তিশালী করার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

১৯৮০ সালে ত্রিপুরায় সিপাহীজলা জেলায় নলছড় কেমতলি এলাকায় জন্ম নেন কিশোর বর্মণ। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত রয়েছেন। ২০০০

সালে এবিভিপি-তে যোগদানের মাধ্যমে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ২০০৪ থেকে ২০০৭ তিনি ত্রিপুরায় এবিভিপি-র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় নিহত এক, গুরুতর আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ চুড়াইবাড়ি/ চড়িলাম, ২০ জুলাই।। দক্ষিন জেলার শান্তিরবাজারের পতিছড়িতে বাইক ও গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে এক শিশু গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত শিশুকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পতিছড়ি ড্রপগেইট সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে ১ শিশু। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, মঙ্গলবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত পতিছড়ি ড্রপগেইট সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে আহত হয় বাইকে থাকা এক শিশু।

জানা যায়, টি আর ০৩ জি ০৩৪২ নম্বরের গাড়ি উদয়পুরের উদ্দ্যেশ্যে যাচ্ছিলো। গাড়িটি পতিছড়ী ড্রপগেইট এলাকা পার হয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর পাশ্ববর্তী এলাকার একটি রাস্তা থেকে টি আর ০৩ এফ ৫৬৫০ নম্বরের বাইকটি জাতীয় সড়কে উঠতে গিয়ে অসাবধানতাবশত গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। এতে করে গাড়িটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে জাতীয় সড়কের পাশ্ববর্তী জঙ্গলে গিয়ে পড়ে।

অপরদিকে এই সংঘর্ষে বাইকে থাকা একটি ছোট্ট শিশু আহত হয়। জানা যায় বাইকে শিশুসহ তার মাতা পিতা ছিলো। দুর্ঘটনায় শিশুটি আহত হয় বলে জানা যায়। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত শিশুকে বীরচন্দ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান।। ঘটনার কিছুসময় পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় মনপাথর ফাঁড়ির পুলিশ। এদিকে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৫ সাল পর্যন্ত স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিমের মেয়াদ বেড়েছে ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

১,১৬,২৬৬ জন ঋণ পেয়েছেন ২৬২০৪.২৯ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিমের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত ওই স্কিমের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আজ লোকসভায় লিখিত প্রশ্নের জবাবে ওই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় কল্যাণ এবং ক্ষমতায়ণ রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

তিনি জানান, ২০১৬ সালের ৫ এপ্রিল স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিম কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক পরিষেবা বিভাগ চালু করেছিল। প্রধানমন্ত্রী ওই স্কিমের সূচনা করেছিলেন। এখন ওই স্কিমের মেয়াদ ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, ওই স্কিমের মূল লক্ষ্য তপশিলি জাতি অথবা তপশিলি জনজাতি অংশের একজন এবং একজন মহিলা ঋণ গ্রহিতাকে ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে সহায়তা করা হবে। মূলত, জৈব পদ্ধতিতে উপ্দাতন কেন্দ্র, পরিসেবা কেন্দ্র অথবা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁদের ঋণ প্রদান করা হবে। তিনি জানান, ওই স্কিম শুরু হওয়ার পর থেকে চলতি বছরের ২৮ জুন পর্যন্ত ১,১৬,২৬৬ জনকে ২৬২০৪.২৯ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট ভাষণে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে মার্জিন মানি ২৫ শতাংশ পর্যন্ত থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো হয়েছে। এছাড়া কৃষি ক্ষেত্রকে ওই স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত কোন বদল আনা হয়নি ওই স্কিমে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ওই স্কিমে ঋণ দিচ্ছে না। নথিভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ওই ঋণ প্রদান করছে। এক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে বাণিজ্যিক স্তর, নীতি এবং আরবিআই-র নির্দেশিকা মেনে চলা হচ্ছে। অবশ্য, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫০০ কোটি এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১০০ কোটি টাকা কর্পাস তহবিল হিসেবে স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিমের জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনদপ্তরের অভিযানে কাঠ চেড়াই মেশিন সহ কমান্ডার গাড়ি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ জুলাই।। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিশালগড় থানাধীন অফিসটিলা মধ্য লক্ষীবিল এলাকায় বিশালগড় মহকুমা বন আধিকারিক এবং জম্পুই জলা বন দপ্তরের কর্মীদের যৌথ অভিযানে গিয়ে দুইটি কাঠ চেড়াই মেশিন এবং দুটি জেনাটার,একটি গাড়ি উদ্ধার করে নিয়ে আসে চড়িলাম বনদপ্তর অফিসে। একটি কমান্ডার গাড়ি ও উদ্ধার করে বনদপ্তর এর কর্মীরা। তবে গাড়িটি পালিয়ে যাওয়ার সময় একটি গাছের সঙ্গে

ধাক্কা খাওয়ায় আটকে যায়। গাড়ি সহ জেনারেটর গুলি নিয়ে আসেন চড়িলাম বনদপ্তর অফিসে। যদিও এ ধরনের অভিযান প্রতিনিয়তঃ জারি থাকলে বনদস্যুদের হাত থেকে বনকে রক্ষা করা যেত। সিপাহীজলা অভয়ারণ্য আজ ফাঁকা বললে চলে। বনদস্যুরা ফাঁকা করে দিয়েছে অভয়ারণ্য কে। এলাকার জনগণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে ফাঁসিতে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২০ জুলাই।। পারিবারিক কলহের জেরে রড দিয়ে স্ত্রীর উপর প্রাণঘাতী হামলা। ফাঁসি লেগে আত্মঘাতী স্বামী। মৃত স্বামীর নাম গুরু প্রসাদ শর্মা (৩৪)।গুরুতর আহত অবস্থায় স্ত্রী পম্পি শর্মা (২৭) জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা কদমতলা থানাধীন হাঁপাই টিল্লা এলাকায়।পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।সাথে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের হাঁপাই টিল্লার বাসিন্দা গুরু প্রসাদ শর্মা পিতা প্রভাত রঞ্জন শর্মা ভালোবেসে পাশের গ্রামের পম্পি শর্মাকে বিয়ে করে। বিয়ের পর তাদের সংসার ছিল সুখের। স্বামী গুরু প্রসাদ শর্মা পেশায় ছোট একটি দোকানের মালিক।বর্তমানে তাদের আট বছরের একটি পুত্র সন্তান ও তিন বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

কিন্তু কয়েক বছর যাবৎ সংসারে অভাব-অনটন নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ লেগেই থাকত। আজ কাকভোরে স্বামী গুরু প্রসাদ শর্মা স্ত্রী পম্পি শর্মার উপর কলহের জেরে রাগান্বিত হয়ে লোহার রড দিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করে। সাথে সাথে রক্তাক্ত হয়ে ঘরের মেঝেতে পম্পি লুটিয়ে পড়ে। স্ত্রীর উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চালিয়ে স্বামী গুরু প্রসাদ শর্মা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিমা বিসর্জনে গিয়ে খোয়াই নদীতে নিখোঁজ কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার আটচল্লিশ ঘন্টা পর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জুলাই।। বিপত্তারিণীর প্রতিমা বিসর্জন করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া কিশোরের মৃতদেহ মঙ্গলবার সকালেখোয়াই নদী থেকে উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে গোটা এলাকা শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

গত রবিবার বিপত্তারিণী প্রতিমা নিরঞ্জন করতে গিয়ে সলিল সমাধি হওয়া ১৬ বছর বয়সি অনির্বাণ পালের মৃতদেহ প্রায় ৪১ ঘন্টা পর উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল বেলা ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাম্পাই এলাকার

নয়াবাড়ি রেলব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় নদীতে ভাসমান অবস্থায় মৃতদেহটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারাা। খবর চাউর হতেই গোটা এলাকায় জড়ো হতে থাকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ।

খবর আসে তেলিয়ামুড়া থানায়। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং এন. ডি. আর. এফ-এর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান।সেখান থেকে জল পথে নিয়ে আসা হয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাটি চাপায় মহিলার মৃত্যু কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকার কালাগাঙ্গের পাড়ে মঙ্গলবার সাতসকালে প্রাকৃতিক কাজ করতে গিয়ে মাটিচাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। সাতসকালে প্রাকৃতিক কাজ করতে গিয়ে নিজ বাড়িতেই মাটিচাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছেএক মহিলার। মৃত মহিলার নাম করিমুন নেছা(৫০)। ঘটনা কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গের পাড় এলাকায়। কদমতলা থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের পর কদমতলা হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৭১ ▫ ২১ জুলাই ২০২১ ইং ▫ ৪ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

আজ পবিত্র ঈদ উৎসব

আজ সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব পবিত্র ঈদ উল আযহা।এটা একটা আরবিক ভাষা। এই শব্দের অর্থ ত্যাগের উৎসব। অনেকে কোরবানির ঈদ বা বখরি ঈদ বলিয়াও জানেন। ইসলাম ধর্মের বড়ো উৎসবের মধ্যে কোরবানির ঈদ একটি। রমজান মাস শেষ হইবার মোটামুটি ৭০ দিন পরে ও ইসলামিক ক্যালেন্ডার জিরহজ মাসের ১০ তারিখে কোরবানির ঈদ বা বখরি-ঈদ বা ঈদ-উল-আযহার পালন করা হয়। ঈদ-উল-আযহার দিন সকালে নামাজ পড়েন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা।মুসলমানরা পশু কোরবানি দিয়ে থাকেন।ঈদ উল আযহার, বখরি ঈদ বা কোরবানি ঈদের ইতিহাসের পিছনে একটা সুন্দর কাহীনি রহিয়াছে। ইসলামের নবী হযরত ইব্রাহীমের কোন সন্তান ছিল না। তিনি সর্বদা আল্লাহ তায়ালার কাছে সন্তানের জন্য দোয়া করিতেন।একদা তাহার পুত্র সন্তান হয়।তার নাম রাখেন ইসমাইল। নবীজি ইসমাইলকে খুব ভালবাসিতেন। কখনো ছেলেকে চোখের আড়াল করিতেন না।

এইভাবে কয়েক বছর কাটিয়া যায়। একদিন ইব্রাহীম স্বপ্ন দেখিলেন আল্লাহ তাহার কাছে তাহার সব থেকে প্রিয় জিনিসটা কোরবানি চায়। ইব্রাহীমের কাছে তাহার প্রিয় বলিতে তাহার ছেলে। তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করিতেন।তাই ছেলেকে কোরবানি দিতে রাজি হইয়া যান। ছেলেকে কোরবানি দেওয়ার সময় ইব্রাহিম নিজের চোখে পট্টি বাঁধিয়া নিয়াছিলেন যাহাতে ছেলের প্রতি কোন মায়ায় কোরবানি না আটকাইয়া যায়। কোরবানি দেওয়ার পরে ইব্রাহিম চোখ খুলিয়া দেখিলেন তাহার ছেলে ইসমাইল পাশে দাড়াইয়া আছে। আর তিনি একটা ভেড়া বলি দিয়াছেন। এটা ছিল আল্লাহর দোয়া। চমৎকার এই কোরবানির মধ্যে দিয়া আল্লাহ ইব্রাহিমের ধৈর্য ও আল্লার প্রতি কতটা বিশ্বাস তাহার পরীক্ষা নিয়াছিলেন। এরপর থেকেই কোরবানি ঈদ বা বখরি ঈদ পালন করা শুরু হয়। মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আল্লাহে বিশ্বাসী। তাহারা কোন মূর্তি পূজা করেন না। মসজিদ তাহাদের প্রধান ধর্ম স্থান। মসজিদে আল্লাহর নামে নামাজ পাঠ করিয়া মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের পবিত্র বলিয়া মনে করেন। আল্লাহর প্রতি যাহাদের বিশ্বাস রহিয়াছে তাহারা কোনদিন বিপথে পরিচালিত হইতে পারেন না। বর্তমান বিশ্বে সৌভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট করিবার জন্য যে সব চক্রান্ত শুরু হইয়াছে আল্লাহে বিশ্বাসী লোকজন তাহাতে কোনোভাবেই যুক্ত হইতে পারেন না। অথচ ধর্মের নামে বিভেদ ঘটাইয়া গোটা বিশ্বেই ধর্মীয় সংঘাত লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে আজকের পবিত্র ঈদের দিনে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিম ধর্মাবলম্বীকে নতুন করিয়া শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ খ্রিষ্টান, যে কোন ধর্মাবলম্বী মানুষের শরীরের রক্ত এক ও অভিন্ন। আমরা একেই ঈশ্বরের, একেই আল্লাহর সৃষ্টি। আমাদের মধ্যে কোন ধরনের বিভেদ থাকা উচিত নয়। ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হাত রাঙানোর চেষ্টায় যাহারা লিপ্ত তাহাদের বিরুদ্ধে

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আগাইয়া আসিতে হইবে। দেশ ও বিশ্বের এই সংকটময় মুহূর্তে মানুষে মানুষে বিভেদ না ঘটাইয়া প্রকৃতিকে সুস্থ করিয়া তোলা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আজকের এই পবিত্র ঈদ উৎসবের দিন সকল মানুষের মধ্যে সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতির বার্তা বইয়ে নিয়ে আসুক, এটাই দোয়া বা প্রার্থনা।

মালিতে ভেঙে পড়ল ফরাসি যুদ্ধবিমান, সুরক্ষিত দুই পাইলট

মালি, ২০ জুলাই (হি.স.) : আফ্রিকার মালিতে ভেঙে পড়ল ফরাসি যুদ্ধবিমান। মঙ্গলবার মালির উত্তরাঞ্চলে একটি ফরাসি মিরেজ-২০০ জেট বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। রয়টার্স জানিয়েছে, ফান্সের সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র সাংবাদিকদের এ তথ্য দিয়েছেন। সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল প্যাসকল ইয়ানি জানান, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ফরাসি বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ বিমানটির দুই পাইলট প্যারাসুটের মাধ্যমে নিরাপদে অবতরণ করেছেন বলেও জানান তিনি।

২১ জুলাই 'শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস', দিল্লি ও বঙ্গে ধর্ণা কর্মসূচি বিজেপির

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি.স.): তৃণমূলকে পাল্টা জবাব দিতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। প্রতি বছর ২১ জুলাই দিনটি "শহিদ দিবস" হিসেবে পালন করে তৃণমূল, এবার ২১ জুলাই দিনটি "শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস" হিসেবে পালন করবে বিজেপি। রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসায় যে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতেই বুধবার "শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস" পালন করবে বিজেপি। দিল্লির রাজঘাটে ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ধর্ণা প্রদর্শন করবে বিজেপি। এই মুহূর্তে চলছে সংসদের বাদল অধিবেশন। অনেক সাংসদই রয়েছেন দিল্লিতে। রাজধানীতে রয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষও। তাঁরই নেতৃত্বে বুধবার দিল্লির রাজঘাটে পালিত হবে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস। রাজ্যেও বিভিন্ন জাগায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস পালন করবেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসায় যে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে বুধবার "শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস" পালন করব আমরা, স্লোগান হবে আক্রান্ত মানুষ, বিপন্ন গণতন্ত্র। দিল্লির রাজঘাটে ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ধর্ণা প্রদর্শন করবে বিজেপি।' শমীক ভট্টাচার্য এদিন বলেছেন, 'বিগত ৬ মাসে, ১৬২ জন বিজেপি কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে সমস্ত সাংসদরা ধর্ণা প্রদর্শন করবেন। বিভিন্ন স্থানে বিজেপি কর্মীদের জোর করে তৃণমূলের পতাকা ধরতে বাধ্য করা হচ্ছে।' শমীক আরও জানান, 'সোমবার রাতেই উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে আমাদের বুথ কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। মানুষের মনে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে তাঁরা। প্রতিটি নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যবধান বাড়ছে। ভারতের জনগণ অস্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে ভোট দেবেন।""

নিউটাউনে তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার লিভ-ইন-পার্টনার

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি.স.) : নিউটাউনে তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে গ্রেফতার তার লিভ-ইন-পার্টনার। চারদিন ধরে তাঁকে খুঁজছিল নিউটাউন থানার পুলিশ। অবশেষে ওই তথ্য প্রযুক্তি কর্মীকে ধরতে পেরেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে বারাসত আদালতে তোলা হবে। ধৃত দেবব্রত পতির বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত চার মাস ধরে থাকদাঁড়ির প্রামাণিক পাড়ায় এক তরুণীর সঙ্গে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন সেক্টর ফাইভে কর্মরত এক তথ্য প্রযুক্তি কর্মী। নাম দেবব্রত পতি। দেবব্রত রিচা সিং নামে ওই তরুণীর সঙ্গে লিভ-ইন করতেন। গত ১৫ জুলাই দু'জনের মধ্যে কোনও বিষয়ে বচসা হয়। সেই বচসা হাতাহাতিতে পৌঁছয়। এরপরই ওই তরুণীকে ভারী কিছু দিয়ে দেবব্রত আঘাত করেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রিচা। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযোগ, এই ঘটনার পর থেকেই দেবব্রত পলাতক ছিলেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোরে অভিযুক্ত লিভ-ইন-পার্টনারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে পুলিশ অনিচ্ছাকৃত খুন, মারধর-সহ একাধিক অভিযোগ দায়ের করেছে। কেন তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তা নিয়েও জানতে চায় পুলিশ। নিছক কথা কাটাকাটির জেরেই এই ঘটনা। নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণও রয়েছে তা নিয়ে ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে। আজ আদালতে তোলার পর নিউটাউন পুলিশ দেবব্রতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আর্জি জানাবে।

ভগিনী নিবেদিতা ও একালের নারী জাগরণ

দিলীপ পাল

'সমস্ত যুদ্ধই গৃহযুদ্ধ, কারণ মানব সমাজ অভেদ'— এই উক্তি ভগিনী নিবেদিতার, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার। নিবেদিতার ইতিহাস চেতনা বিস্ময়কর বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেনন পরাধীন দেশসমূহের ওপর শক্তির অধিকার জারি করতে সাম্রাজ্যবাদীরা কামনের গোলা ছুঁড়েছে আর নৈতিক অধিকার ঘোষণা করতে কলমের কালি ছিটিয়েছেন। শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীদের কুণ্ঠিত বিবেকের ডন্য বলবর্ধক সুরা হল 'ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি থিওরি।' তৎকালীন 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকায় নিবেদিতার প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিবেদিতা বলতে পেরেছিলেন, 'শুদ্রশক্তিতে ছিল সরল বর্বরতা আর ধনিক শক্তিতে ছিল পচনশীল বিকৃতি। নিবেদিতার ওপর ইতালির স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপ্লবী নায়ক ম্যাৎসিনীর ব্যাপক প্রভাব ছিল। প্রেস আইনের ফাঁক দিয়ে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ম্যাৎসিনীর নীতি ছড়িয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা তিনি করেছেন, বিশেষ করে ম্যাৎসিনীর দুটো তত্ত্ব 'পরিপূর্ণ ত্যাগ' আর 'আপোসহীন সংগ্রাম'। এর সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর গুরু বিবেকানন্দের মানবপ্রেমী, জীবনমুখী অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন।

নিবেদিতা আদর্শবাদী হলেও স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না। তাঁর লেখা 'দ্য ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ গ্রন্থে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর মূল্যবান আলোচনাও করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ টাকুর লিখেছিলেন, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহার্ঘ যাহা মহোত্তম তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, অপরিসীম ছিল তাঁরা দায়িত্ববোধ'। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ও দীনেশচন্দ্র সেনের লেখায় নিবেদিতার চরিত্রের বহুমাত্রিকতা ধরা পড়ে। ডন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে বামপন্থী সমাজবিজ্ঞানী তথা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার স্বীকার করেছেন, নিবেদিতা একাধারে মানবতাবাদী, অন্তবিপ্লবী, ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা সংস্কারক, সেবিকা এবং আরও অনেকে কিছু। অপর এক বামপন্থী ঐতিহাসিক তথা অধ্যাপক সুমিত সরকার তাঁর স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল গ্রন্থে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতার কোনও প্রভাবের কথা উল্লেখ না করলেও, ঐতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদার ও গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বিপ্লবী আন্দোলনে নিবেদিতার প্রভাবের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিক অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী, ড. নিমাইসাধন বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও নিবেদিতার প্রভাবের কথা মেনে নিয়েছেন।

নিবেদিতার ইতিহাসবোধ খুবই বিস্ময়কর। তিনি লিখেছিলেন, রোম সাম্রাজ্যবাদীরা আইরিশ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছিল, স্কটল্যান্ডের পার্বত্যভূমি অনর্বর হয়ে গিয়েছে স্কটিশ চার্চের চেষ্টায় যারা উপড়ে ফেলেছিল স্থানীয় লোকগাথা ও অন্য সংস্কৃতির চিহ্ন আর ইংল্যান্ডের মিশনারী পদ্ধতির শিক্ষা অশুচি করেছে ভারতীয় শিশুদের চিত্ত। বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি করে নিবেদিতা বলেছিলেন, জনগণের অপ্রস্তুত অবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা এসে গেলে মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিমান লোক সেই ক্ষমতা করায়ত্ব করে নেবে। সাধাণর জনগণ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যাবে। নিবেদিতা তাই স্ত্রীশিক্ষা, নারী জাগরণ, নারী উন্নয়ন, পল্লি সংস্কৃতির বিকাশ আত্মচেতনার উন্মেষ ও প্রসারের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কারণ বিপ্লবী, সমাজ সংস্কারক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হন, মাতৃস্তন্যেই পালিত হন। সুতরাং শিক্ষিত রুচিশীলা, সংস্কৃতিমনস্কা নারী ছাড়া মাতৃত্বের বিকাশ হবে না, সন্তানের জীবন গঠনও হবে না, যেটা জাতির প্রগতির প্রাথমিক

শর্ত। নিবেদিতা বলেছেন, ভারত ইরেজ সাসন পরগাছা ছাড়া আর কিছুই নয়, ভারত যতক্ষণ না ওই পরগাছ টেনে উপরে ফেলতে পারথে, ততক্ষণ ভারতবর্ষ সুস্থির হবে না। তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা মর্ডান রিভিউ এবং লিডার পত্রিকা নিবেদিতার রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বেশকিছু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছিল। বিশিষ্ট সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, সকল অবস্থায় নিবেদিতা অহিংসার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রয়োজন বিশেষ স্থান বিশেষ বলপ্রয়োগের কথা ও সশস্ত্র যুদ্ধকে তিনি আবশ্যক বলে মনে করতেন। নিবেদিতা ব্যক্তিগতভাবে চরমপন্থী ও বিপ্লববাদী বলে ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মডারেট বা নরমপন্থীদের সাহায্যকে প্রত্যাখান করতে রাজি ছিলেন না। তিনি বার বার বলেছেন, শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনেক ধারা রয়েছে। যেখানে রাজনৈতিক দিন থেকে নরমপন্থী বা মডারেটপন্থীরাও দেশকে অসাধারণ দানে সমৃদ্ধ করেছেন। যেমন, ভারতের নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভাইসরয় কাউন্সিলের প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। গোখলের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক প্রয়াসে সরকারি সাহায্য গ্রহণ করেছেন। নিবেদিতার মাহাত্ম এখানেই যে, মডারেট গোখলে, আনন্দমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখেও চিন্তায় কর্মে, দর্শনে নিবেদিতা শেষবধি বিপ্লববাদী রয়ে গিয়েছেন। সন্ন্যাসীর অহিংসাকে গৃহীর জীবনে স্থাপন করাকে বিবেকানন্দ উচিত কাজ বলে বিবেচনা করতেন না। মেরি লুইস বার্ক তাঁর বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা নিউ জিসকভারিজ গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন হিংসা অহিংসার প্রশ্নের দ্বন্দ্বে প্রতিরোধ গৃহীর কর্তব্য ও অপ্রতিরোধ সন্ন্যাসীর কর্তব্য বলে স্বামীজি মনে করতেন। এক্ষেত্রেও নিবেদিতা স্বামীজির মতোই চিরপরাজিতের পক্ষে দণ্ডায়মান। বিপ্লবী পিটার আলেকসিভিচ ক্রুপটিনের প্রভাব নিবেদিতার ওপর খানিকটা হলেও ছিল। ১৮৯৯ সালে বিপ্লবী বাঘাযতীন, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ও ব্যাপারে যে তথ্য দিয়েছেন, বিপ্লবী বাঘাযতীনের পুত্র তেজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার অকাট্য প্রমাণ।

১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় নিবেদিতা একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার শিরোনাম ছিল লর্ড কার্জন অন ফেমিনস ইন ইন্ডিয়া। উক্ত প্রবন্ধে নিবেদিতা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন ও নির্মম শোষণের কথা তুলে ধরেছিলেন। সময়কালীন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডেস লিখেছেন যে নিবেদিতা বস্তুসত্য, ভাবসত্য, দার্শনিক সত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্য--- সবকিছুর প্রতিই উন্মথ রাখতেন। তিনি বার বার বলেছেন, আমরা যে আকারের আমরা যে আকার বর্তমান তা আমাদেরই চিন্তার রূপ আমাদের চিন্তার ভিত্তিতেই আমরা স্তাপতি ও নির্মিত। যা অবিকল স্বামীজির জীবনভাষ্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে নারী জগতের অদ্রগূত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামীজিকে নিজের অন্তর্লোকে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন নিবেদিতা। অবশ্যই নিবেদিতা সাম্যবাদী ছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে সক্রিয় সেবিকাও ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক সমাজবিজ্ঞান, আস্তিকাবাদী দার্শনিক এর রক্তপাতহীন বিপ্লবের প্রবক্তাও ছিলেন, যাকে মার্কসবাদ গ্রহণ করতে হয়নি। নারীশিক্ষা ও নারীত্বের পূর্ণ বিকাশে ও নারীর স্বাধিকার রক্ষায় আজ যেটুকু অগ্রগতি আমরা দেখেছি, তার পথিকৃৎ ছিলেন কিন্তু স্বামীজির শিষ্যা, নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন। মার্কিন শিল্পী সারা বার্নহাডের, ফরাশি শিল্পী এমাকলভে, মিসেস ওলিবুল লেডি অ্যালেসি, প্রিন্সেস ডোরিয়া, সারা ওয়ালেডা, ইসাবেলা মার্জেসন, মিসেস পটার পার্মার মিস সারা ফার্মার সকলেই শিক্ষায় রুচিতে কৃষ্টিতে, সংস্কৃতি মনস্কতায় যখন খ্যাতির মধ্যগগণে, তখনই তাঁরা এসেছিলেন স্বামীজির পদপ্রান্তে। আরও আছেন তাঁরা হলেন, কর্নেলিয়া, কোঙার মার্থা ব্রাউন ফিঙে মেরি ফ্ল্যাক্সি মড শটাম, ক্রিসটিনা অ্যালবার্স, মিসেস কে ব্লজেটের মতো বিদগ্ধ বিদেশিনী মহিলারা বার বার ছুটে এসেছেন বিবেকানন্দের কাছে। অর্থ যা দেয়নি, খ্যাতি বা বিত্ত মা দেয়নি বিদ্যা বা সৌন্দর্য যা দেয়নি প্রাচ্যের রিক্ত সন্ন্যাসী জ্যোতির্বলয় তাঁদের উদ্ভাসিত করেছিল সান্ত সুস্থিত প্রজ্ঞার আলোয়। নিবেদিতা যেভাবে ভারতবর্ষকে তার মানুষ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন সেই ব্যাপক মানবতাবাদী ভাবনা কিন্তু মার্কসবাদের আস্থাবান, তথাকথিত প্রগতিশীল বামপন্থী নেত্রীদের ছিল না। আমরা একথা কখনওই বলি না যে কমলা দাশগুপ্ত বা মণিকুন্তলা সেন বা কল্পনা যোশি দেশদ্রোহী ছিলেন। এঁরা মার্কসবাদী হয়েও জীবনের শেষাবধি স্বদেশপ্রেমী ও সমাজসেবাই ছিলেন। চিন রাশিয়া ভিয়েতনামপন্থী আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন না।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে

রাহুল দাশগুপ্ত

মেয়েটির নাম উপাসনা। দশ বছর বয়স। ক্লাস ফাইভে পড়ে। দিন, মাস, বছর কেটে যায়, সে স্কুলে যেতে পারে না। মাঝেমধ্যেই সে তার মা-বাবার কাছে জানতে চায় 'কবে আমার স্কুল খুলবে?', 'কবে আবার স্কুলে যেতে পারব? সে জানে, তার মা-বাবর কাছে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আছে। কিন্তু এই প্রথম তার মধ্যে সংশয় দেখা দেয় সত্যিই কি আছে? তাহলে তারা মা-বাবা উত্তরটা দিতে পারে না কেন? কেন তারা নিজেদের মধ্যেই অনিশ্চিতভাবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তাকে এড়িয়ে গিয়ে বলে, 'জানি না', অথবা স্নেহের সুরে ভোলাতে চায় এইভাবে, আর একটু অপেক্ষা করো, ঠিক খুলে যাবে।

উপাসনা স্কুলে যেতে খুবই ভালবাসত। পাড়ায় তার বিশেষ একটা বন্ধু নেই। স্কুলই এখন হয়ে উঠেছে তার মতো শিশুদের কাছে সমবয়সিদের মেলামেশা, হইহল্লা, মজা-ফুর্তি করার একমাত্র জায়গা। সেখানে সবকিছু ই ভাগভাগি হয়, সবকিছুই অংশীদারিত্বে চলে টিফিন থেকে কথা বা খেলা। ফিসফিস, গুঞ্জন তাই চলতেই থাকে নিজেদের মধ্যে তারা জানে বাড়িতে গেলেই শুধু পড়া আর পড়া। মা-বাবর তুমুল বাস্ততা। সেখানে তারা নিঃসঙ্গ। সেই স্কুলই বন্ধ হয়ে যাওয়ার তাদের জীবনে ছন্দপতন ঘটে গিয়েছে। ঠাকুরদার সঙ্গে সে রোজ মাঠে যেত। দৌড়াদৌড়ি করত। কখনও ফুটবল বা ব্যাডমিন্টন খেলত। বাড়ির পাশেই সেই সবুজ মাঠ এখন খাঁ খাঁ করে। সতৃষ্ণ চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে উপাসনা সেখানে খেলতে মাওয়া বারণ।

মাথার ওপর খোলা নীল আকশ তাকে টানে। ভাগ্যিস, তাদের বাড়িতে একটা ছাদ আছে। তাই রক্ষে। স্কুলের বন্ধুদের অনেকের বাড়িতে তো সেটুকুও নেই। তারা ফ্ল্যাটে থাকে। সেখানে ছাদ নেই। বারন্দা নেই। বাড়ির পাশে খোলামেলা সবুজ মাঠ নেই। চারদিকে শুধু উঁচু উঁচু দেওয়াল। কংক্রিট আর কংক্রিট। সরু সরু গলি। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে তাকতে হাঁফ ধরে যায়। ক্লান্ত লাগে। অস্থির হয়ে ওঠে কোনও কোনও শিশু। উপাসনাকে তারা সেগুলো লিখে পাঠায়।

এক বছরেরও ওফর স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উপাসনা কোনও ব্যক্তিক্রম নয়। এই অবস্থা হাজার হাজার ছেলেমেয়ের। সরকারি স্কুলগুলোয় কোনও ক্লাসই হচ্ছে না। বেসরকারি স্কুলগুলোয় তবু

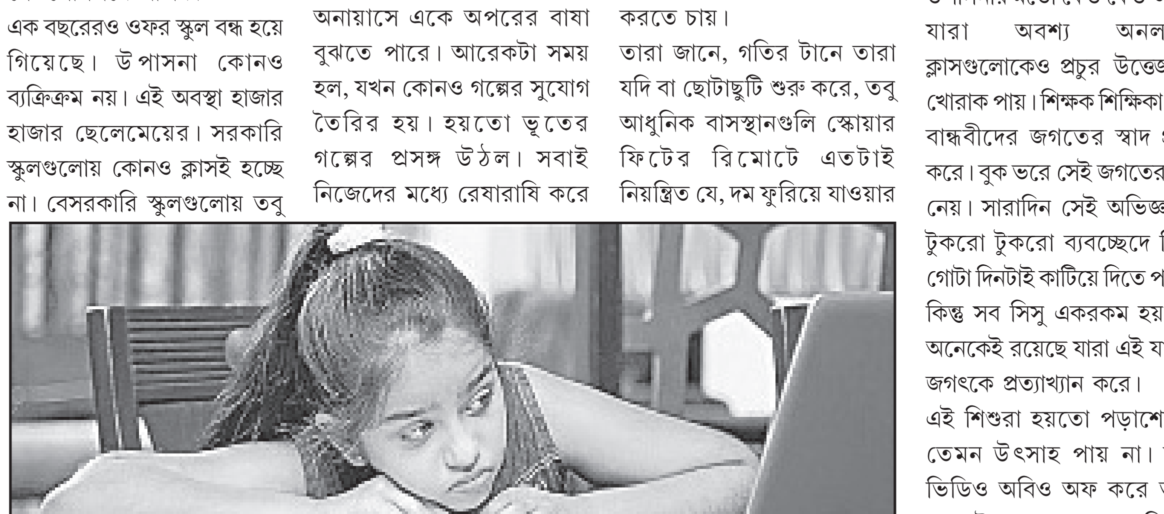

অনলাইন ক্লাস হচ্ছে। ভাল ছেলেমেয়েরা সেখানে মন দিয়ে ক্লাস করে। কিন্তু তারাও কখনও কখনও নিজেদের বিরক্তি বা অস্থিরতা লুকোতে পারে না তাদের চোখ বা মগজের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়তে থাকে। জীবনটা হয়ে ওটে ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে জীবন তার স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলে। তাদের শারীরিক সক্ষমতা কমে যায়। শরীরের প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। বাড়িতে বসে ব্যয়াম করা আর বাইরে ছোটাছুটি করে খেলা তো আর সমান আনন্দের হতে পারে না। তারা বাইরে যাওয়ার জন্য ছটফট করে। কখনও বা বলে ওঠে, খুব বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করথে। বেড়ানোর স্মৃতিগুলো তার ভুলতে পারে না। সুযোগ পেলেই সে প্রসঙ্গ তোলে। স্মৃতিরোমন্থন করে নেয়। অনলাইন ক্লাস চলাকালীন শিশুদের চোখ-মুখ দু'ভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ক্লাসের শুরুতে, যখন তারা একে অপরের মুখ দেখে তাদের মুখগুলো সেই সময় খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হেসে ওঠে কেউ কেউ। একে অপরে দিকে নানারকম ইশারা করে। কথা না বলেও তারা অনায়াসে একে অপরের বাষা বুঝতে পারে। আরেকটা সময় হল, যখন কোনও গল্পের সুযোগ তৈরির হয়। হয়তো ভূতের গল্পের প্রসঙ্গ উঠল। সবাই নিজেদের মধ্যে রেষারাষি করে নিজেদের ঝুলি থেকে একটা করে ভূতের গল্প টেনে বের করতে চায়। সবাই চায়, তার গল্পটাই শিক্ষক আগে শুনুক। সেটার তারিফ করুক। তাদের ছোট্ট ছোট্ট জীবনে যে কত অফুরন্ত অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে, তার সাক্ষী হয়ে তখন অবাক হয়ে যেতে হয়।

আজকের শিশু কিশোররা এমনিতেই অন্তমু'খী। অনলাইন ক্লাস তাদের আরও বেশি প্রযুক্তি-নির্ভর করে তুলেছে। ফলে তারা আরও বেশি অন্তর্মুখী ও যন্ত্রনির্ভর হয়ে উঠেছে। এখন সারাক্ষণই তাদের হাতে মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ। তাদের চোখের যেন কোনও বিশ্রাম নেই। সবসময় তারা তাকিয়ে রয়েছে কোনও না কোনও আলোকিত স্ক্রিনের দিকে। সেখান থেকে অনিঃশেষে তারা কিছু গ্রহণ করছে বা সেখানে স্বোপার্জিত কিছুর প্রয়োগ করছে। ঘণ্টার পর ঘমটা তারা এখন স্ক্রিনের সামনে বসে থাকে। যেন আঠা দিয়ে কেউ তাদের এঁটে দিয়েছে। শিশুজীবনের পরম ধর্ম যে গতিশীলতা, তাকেই যেন তারা অস্বীকার করতে চায়।

তারা জানে, গতির টানে তারা যদি বা ছোটাছুটি শুরু করে, তবু আধুনিক বাসস্থানগুলি স্কোয়ার ফিটের রিমোটে এতটাই নিয়ন্ত্রিত যে, দম ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তাদের সহস্রবার দেওয়ালের মুখোমুখি হতে হবে। আর এই নানা ধরনের দেওয়ালকেই যে তাদের ভয়। তারা চায় মুক্তি, যেখানে কোনও সীমান্ত নেই। কিন্তু অনলাইনের জীবন কাঁটাতারের আঁচড়ে তাদের বিপন্ন করে তুলতে চায়। এখন তাদের জীবনের সমস্ত আনন্দ গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কারে। মোবাইল বা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তারা এখন রোজই নতুন কিছু না কিছু শিখছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিও যে অনলাইনে প্রযুক্তির সাহায্যে, এমন দক্ষতায় উত্তরে দেওয়া যেতে পারে, তা আগে কে ভাবতে পেরেছে? পরীক্ষা যে এভাবে দেওয়া যেতে পারে, এভাবে যে খাতা দেখা হতে পারে, এভাবে যে ক্লাস নেওয়া যায় এবং ক্লাসে বিনিময় সম্ভব তাই বা কে জানত। আর নতুন এইসব শেখায় তাদের উচ্ছ্বাসেরও কোনও শেষ নেই। বয়স্কদের তুলনায় তারা শিখে নেয় অনেক শীঘ্র, অনেক দক্ষতার সঙ্গে।

তাই শ্বাসরোধকারী জীবনের মধ্যে সামান্য একটা ভূতের গল্পও তাদের জীবনে অক্সিজেনের সঞ্চার করে। উপাসনার মতো কেউ কেউ আছে, যারা অবশ্য অনলাইন ক্লাসগুলোকেও প্রচুর উত্তেজনার খোরাক পায়। শিক্ষক শিক্ষিকা, বন্ধু বান্ধবীদের জগতের স্বাদ গ্রহণ করে। বুক ভরে সেই জগতের ঘ্রাণ নেয়। সারাদিন সেই অভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো ব্যবচ্ছেদে দিব্যি গোটা দিনটাই কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সব সিসু একরকম হয় না। অনেকেই রয়েছে যারা এই যান্ত্রিক জগৎকে প্রত্যাখ্যান করে।

এই শিশুরা হয়তো পড়াশোনায় তেমন উৎসাহ পায় না। তাই ভিডিও অবিও অফ করে তারা অনলাইন ক্লাস করার ছলে ভিডিও গেমস খেলতে থাকে। আর শিক্ষক কিছু প্রশ্ন করলেই টুক করে ক্লাসের বাইরে চলে যায়। শিক্ষক কোনও প্রশ্ন করলে, স্মার্ট জবাব দেয়। কানেকটিভিটি প্রবলেম। একটি শিশুর কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাক। অনলাইন ক্লাস শুরু হতেই সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকত। যদিও তার কান থাকত ক্লাসের পড়ানোয়। যে কোনও প্রশ্নের সে যথাযথ জবারই দিত। একদিন শিক্ষক আর কৌতুহল সামলাতে না পেরে জানতে চাইলেন, কী আছে ওদিকে? শিশুটি ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল। শিক্ষক অবাক হয়ে দেখলেন, সেখানে রয়েছে একটা সুইমিং পুল। আর তার জল ঘন নীল। সিসুদের প্রত্যাখ্যানের ভাষা এরকমই অদ্ভুত প্রকৃতির হয়। শিশুটি পড়াশোনায় মনোযোগী। কিন্তু সে যান্ত্রিক স্ক্রিনকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। তাই সে নিজেরে মতো করে বিকল্প খুঁদে নিয়েছে। এই বিকল্প খুঁজে নেওয়ার পদ্ধতি একেক জনের কাছে একেক রকম। উপাসনা অবসর সময় পেলেই ছবি আঁকে বা ক্রাফ্ট করে। ওর বন্ধুদের কেউ নানারকম রান্না শিখে গিয়েছে। কেউ বা বাড়িতেই ল্যাবরেটরি বানিয়ে নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষী-নিরক্ষা করে। কেউ বা টিভি চালিয়ে সারাদিন কার্টুন দেখে। কেউ বা কোনও রাস্তা বের করতে না পেরে হঠাৎ খুব চুপচাপ হয়ে যায়। প্রায়ই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে প্রাণশক্তি অঢেল। তাদের ইঞ্জিন সর্বদাই সচল। অফুরন্ত তাদের অপচয়ের ক্ষমতা। তারা যা জমায়, খরচ করে তার চেয়ে অনেক বেশি। যাদের জীবনে লকডাউনের শুরুতে ছন্দপতন ঘটে গিয়েছিল, উপাসনার মতো তাদের অনেকেই নিজেদের উপসনার মতো তাদের অনেকই নিজেদের মতো করে জীবনে নতুন ছন্দ খুঁজে নিয়েছে। এই অভিযোজনের ক্ষমতা যাদের আছে, তারা বেঁচে গিয়েছে। তারা বুদ্ধিমান, কৌশলী এবং শক্তিশালী। ঘরের মধ্যেও তারা নিজেদের মতো করে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের অজস্র সেতু তৈরি করে নিয়েছে। অনলাইন ক্লাস তাদের জীবনে প্রধান ও অপরিহার্য এক সেতু। আর যারা তা পারেনি, সমস্যা তাদের নিয়েই জীবনটা তাদের কাছে হয়ে উঠেছে দুঃস্বপ্নের মতো। তারা খুব কষ্ট পাচ্ছে। তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থের ক্ষতি হচ্ছে। অনলাইন ক্লাস তাদের কাছে হয়ে উঠেছে এক ক্লান্তিকর, ধারাবাহিক সমস্যা, মার হাত থেকে তাদের রেহাই নেই। ভার্চুয়াল জগৎ তাদের কাছে কোনও বিকল্প নয়। তারা তাজা থাকে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষতায়। বাতাস এসে ধাকা মারলে তবেই তারা বাতাসকে স্বীকার করে। সূর্যের আলোয় ত্বক পুড়ে গেলে, সেই জ্বলুনির মধ্য দিয়েই তারা নিজেদের অস্তিত্বকে টের পায়। তারা অপেক্ষা করে থাকে সেই সুইমিং পুলের যার নীল জল তারা হাত দিয়ে ভভিষ্যতে আাাবরও কোনও দিন স্পর্শ করতে পারবে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অসমের এক লক্ষ বেকারের মধ্যে বরাক উপত্যকার কতজন পাবেন সরকারি চাকরি, শঙ্কিত বিধায়ক কমলাক্ষ

গুয়াহাটি, ২০ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যের এক লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীকে চাকরির নিশ্চয়তা দিয়েছে সরকার। অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ বাজেটেও এ-কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বরাক উপত্যকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের ভাগ্যে সরকারি ঘোষণার সুফল কতটুকু জুটবে, এ-নিয়ে গভীর শঙ্কা প্রকাশ করেছেন উত্তর করিমগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় বিধায়ক দে পুরকায়স্থ তাঁর শঙ্কার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জানান, বরাক উপত্যয়কার বেকার যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যত ঘোর অনিশ্চিয়তার মধ্যে। সরকার এক লক্ষ চাকরির কথা বলছে। কিন্তু বরাকের বেকার যুবক-যুবতীদের ভাগ্যে আদৌ এর সুফল জুটবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, বলেন বিধায়ক কমলাক্ষ। চলতি বিধানসভা অধিবেশনে বাজেট পেশ করা সহ অন্যা ন্যক বিষয়ে তিনি কথা বলতে গিয়ে তিনি বরাক ও ব্রহ্মপুত্র, উভয় উপত্যকায় সমহারে নিয়োগের দাবি জানান। তিনি বলেন, বরাক উপত্যগকার বিভিন্ন সরকারি বিভাগের শূন্য পদে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি নিশ্চিত না করলে, প্রয়োজনে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। বিধায়ক বলেন উপত্যকার বাইরে থেকে কাউকে নিযুক্তি দিলে, তা কোনও অবস্থায় মেনে নেওয়া যাবে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে বরাককে বঞ্চিত করা হলে, গোটা উপত্যগকা জুড়ে ভাষা আন্দোলনের ধাঁচে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার কথাও শুনিয়েছেন বিধায়ক কমলাক্ষ। বলেন, এর জন্য সর্বাবস্থায় উপত্যপকার বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, রাজ্যে এক লক্ষ সরকারি পদে নিয়োগ হবে। এ-জন্য বিভিন্ন বিভাগের শূন্য পদের তালিকাও প্রস্তুত করা হচ্ছে। কিন্তু বরাকের ভাগ্যেপ এর সুফল কতটুকু জুটবে তা নিয়েও তিনি গভীর ভাবে চিন্তিত বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিধায়ক কমলাক্ষ। তবে কোনও ভাবেই বৈষম্য বরদাস্ত করা হবে না বলেও সাফ জানিয়ে রাখেন।

তিনি রাজ্যব সরকারের বাজেটকে দিশাহীন দাবি করে বলেন, এই বাজেটে শুধু শব্দের আলঙ্কারিক মাধুর্যতা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে কীভাবে লাগাম টানা হবে, এর কোনও সঠিক নীতি নেই। সেই সঙ্গে হাজারো সমস্যায় জর্জরিত বরাকবাসী। বিশেষ করে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে চিকিৎসা পরিষেবায় বরাক উপত্যকা আজও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বরাকবাসীর উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার একমাত্র ভরসাস্থল শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেই কার্ডিওলজিস্ট, নেই নিউরোলজিস্ট, নেই পর্যাপ্ত অক্সিজেন যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা। সেদিকে রাজ্য সরকারের কোনও খেয়াল নেই। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রত্যেকটি বিভাগকে সচল করে তোলা সহ করিমগঞ্জের জন্য প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা নেই। বরাকের অনেক সমস্যাকে জিইয়ে রেখে চিড়িয়াখানা স্থাপনের সিদ্ধান্তকে হাস্যকর বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

কমলাক্ষ বলেন, মন্ত্রীদের দফতর বন্টনে বরাকের ভাগ্যে যেমন মদ জুটেছে, ঠিক তেমনি এবারের বাজেটে হাজারো সমস্যায় জর্জরিত বরাকবাসীর ভাগ্যে জুটেছে চিড়িয়াখানা। এর কোনও জাস্টিফিকেশন নেই বলে কটাক্ষ করেন তিনি। বিজেপি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে চরম ব্যর্থ বলেও তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেম বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। বলেন, ক্ষমতায় আসলে পাঁচগ্রামের হিন্দুস্তান কাগজ কলকে পুনরুজ্জীবিত করাই হবে সরকারের প্রথমিকতা। কোথায় গেল তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী তথা বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার এই প্রতিশ্রুতি? এই প্রশ্নও তুলে কমলাক্ষ বলেন, বাজেটে ক্যানসার হাসপাতাল সহ করিমগঞ্জের জন্য প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ ইস্যুকে অত্যন্ত সজ্ঞানে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন বিধায়ক।

এছাড়া শিলচর শহরকে যানজট মুক্ত করতে ফ্লাইওভারের কথাও বাজেটে উল্লেখ না থাকায় সরকারের সমালোচনা করেছেন কমলাক্ষ। তিনি বলেন, মিনি সচিবালয়ের কাজে কোনও অগ্রগতি নেই। শিলচরে কয়েকটি প্রকল্প বলা হয়েছে। দু-একটি ছাড়া মানুষ কীভাবে উপকৃত হন সেটাই দেখার। কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, করিমগঞ্জের গণদাবি মেডিক্যাল কলেজকে বাজেটে উপেক্ষা করে সীমান্ত হাটকে স্থান দেওয়া হয়েছে। অথচ হাজারো মৌলিক সমস্যায় জর্জরিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা করিমগঞ্জ জেলা। রাজ্যের বিজেপি পরিচালিত সরকারের কাছে প্রান্তিক এই জেলার যে কোনও গুরুত্ব নেই, তা এবারের বাজেটে স্পষ্ট ধরা পড়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

অসম : পেগাসাস রিপোর্ট আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, এ ধরনের অপকর্মে কংগ্রেসই সিদ্ধহস্ত, এ বিষয়ে তারা ডক্টরেট, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২০ জুলাই (হি.স.) : পেগাসাস রিপোর্টকে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, এ ধরনের অপকর্মে কংগ্রেসিরা সিদ্ধহস্ত, তারা এ ব্যাপারে ডক্টরেট ডিগ্রধারী। আজ মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা দাবি করেছেন, ভারতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে নিষিদ্ধ করা উচিত। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাম উগ্রপন্থাকে সহায়তা করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইজরায়েলের প্রতিষ্ঠান এনএসও ভারতের মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, আইনজীবী, মন্ত্রী, নেতা প্রমুখ দেশের প্রথমসারির তিন শতাধিক ব্যক্তিবর্গের ফোনে আড়িপেতে তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে বিক্রি করেছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধী দলগুলো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে এ ধরনের রিপোর্টের কোনও ভিত্তি নেই। এটা মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক স্তরের ষড়যন্ত্র। ড় শর্মা বলেন, দেশে যখন ভালো কাজ হয়, তখন বিদেশি দেশগুলি ষড়যন্ত্র শুরু করে। ইতিমধ্যে ভারত সরকার এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছো যা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা আইনের বৃত্তে থেকেই করা হচ্ছে। কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির হইচই তথা অভিযোগ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা কংগ্রেসকে বিঁধে বলেন, ''কংগ্রেসের নিজেদের টর্যাক রেকর্ডে এ ধরনের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। টেলিফোনে আড়িপাতা বা রেকর্ডিং করার ঘটনা কংগ্রেস আমলে সংগঠিত হয়েছে। তাই বলছি, এ-সব অপকর্মে সিদ্ধ ডক্টরেট ডিগ্রিধারী কংগ্রেসিরা এ ধরনের নোংরা অভিযোগ করছেন। তিনি বলেন, একটি ডেটাবেস পাওয়া গেছে বলে এরা দাবি করছেন। অথচ কারও ফোনের ফরেনসিক পরীক্ষা হয়নি। তাই কোনও প্রামাণিক তথ্য ছাড়া কী করে এ ধরনের ভয়ানক ভিত্তিহীন অভিযোগ সরকারের বিরুদ্ধে তোলা হচ্ছে তা তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। নরেন্দ্র মোদী সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে জঘন্য ষড়যন্ত্র রচনা হচ্ছে, তার কঠোর ভাষায় নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেসের জনতা মোদীর সঙ্গে আছেন থাকবেনও। কারণ তাঁর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস আছে জনসাধারণের। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

অসমের এক ইঞ্চি জমি মিজোরামকে নয়, সংকল্পবদ্ধ অসম পুলিশের অবস্থান হাইলাকান্দির ঘুটঘুটিতে

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ জুলাই (হি.স.) : অসমের এক ইঞ্চি জমি মিজোরামকে নয়, এই সংকল্প নিয়ে অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত এলাকা ঘুটঘুটি, গগুাছড়া, বিলাইপুর অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছে রাজ্য পুলিশ। গত প্রায় দু মাস ধরে হাইলাকান্দি জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্তের গগুাছড়া, ঘুটঘুটি, বিলাইপুর, কচুরতল প্রভৃতি স্থানে আগ্রাসন চালিয়ে অসমের জমি জবরদখল করে চলেছে মিজোরাম। মিজো আইআর ব্যাটালিয়নের সহায়তায় মিজোরামের বেশ কয়েকটি সংগঠন সহ স্থানীয় জনতা অসমের জমি জবরদখল করে বাড়িঘর নির্মাণ করে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে অসম সরকারকে।

এদিকে, হাইলাকান্দি জেলার রামনাথপুর থানার অধীন ঘুটঘুটি এলাকা সহ গগুাছড়া, বিলাইপুর অঞ্চলে মিজো আগ্রাসন রোধে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন হাইলাকান্দি জেলার পুলিশ সুপার ড় রমণদীপ কৌর। রয়েছেন পুলিশের সীমান্ত শাখার ডিএসপি নির্মল ঘোষ সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিশেষ করে ঘুটঘুটি অঞ্চলে মিজোরামের আইআর ব্যাটালিয়নের সহায়তায় মিজো দুষ্কৃতকারী সহ সে রাজ্যের জনতা বাড়িঘর নির্মাণ করে বসবাস শুরু করায় রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং মুডে রয়েছে অসম পুলিশ। ঘুটঘুটি এলাকায় প্রায় দশ কিলোমিটার অসমের জমি জবরদখল করে বাড়িঘর ও বাঙ্কার নির্মাণ করে নিয়েছে মিজোরামের দুষ্কৃতীরা। মিজোদের প্রতিহত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি হাতে নিয়েছে রমণদীপ কৌরের জেলা পুলিশ। মিজোরা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে অসম পুলিশকে মোকাবিলা করতে চাইছে। মিজোদের তৈরি বাড়িঘর, বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দিতে অসম পুলিশ বাহিনী প্রস্তুতি নিতেই তা প্রতিহত করতে যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করছে মিজোরাম আইআর ব্যাটালিয়ন ও সেখানকার জনতা।

আজ মঙ্গলবার ঘুটঘুটি এলাকায় এক যুদ্ধসদৃশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মিজোদের তৈরি বাড়িঘর ও বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দিতে অসম পুলিশ প্রস্তুতি নিতেই মিজো পুলিশ পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে মিজো আইআর ব্যাটালিয়ন আশ্রিত সেখানকার মিজো জনতা। এ ঘটনায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে গোটা এলাকায়। টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে ঘুটঘুটি অঞ্চলে। অসম পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত মিজো আগ্রাসন রোধে। অসমের এক ইঞ্চিও জমি মিজোরামকে নয়, এই দৃঢ় প্রত্যয় তথা সংকল্প নিয়ে অসম পুলিশের দল গোটা এলাকায় টহল দিচ্ছে। মিজো জবরদখলকারীদের হটিয়ে অসমের জমি পুনরুদ্ধারে কোনও কসরৎ বাকি রাখছে না হাইলাকান্দি জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন।

অসম : ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙের পার্শবর্তী জায়নগ্রাম কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষিত

হাফলং (অসম), ২০ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর শৈলশহর হাফলঙের পার্শবর্তী জায়নগ্রামকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে প্রশাসন। হঠাৎ করে জায়নগ্রামে কোভিডের সংক্রমণ দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আজ মঙ্গলবার থেকে জায়নগ্রামকে কন্টেনমেন্ট জোন হিলেবে ঘোষণা করে সমগ্র গ্রামকে সিল করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। শুধু অত্যাবশ্যক পরিষেবা ছাড়া গ্রামের সমস্ত দোকানপাট, সরকারি কার্যালয়, বিদ্যালয় সব কিছু বন্ধ থাকবে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য শুধু বিকেল ৫-টা পর্যন্ত অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দোকান এবং ফার্মাসি খোলা থাকবে। তাছাড়া গ্রামে কোনও ব্যক্তির প্রবেশ ও বের হওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন থেকে জায়নগ্রামে হঠাৎ করে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু জায়নগ্রামই নয়, হাফলং শহরের বিভিন্ন স্থানে সংক্রমণ একটু একটু করে বৃদ্ধি হচ্ছে। যেখানে পজিটিভিটির হার ১ শতাংশে নেমে এসেছিল সেখানে গত এক সপ্তাহে পজিটিভিটির হার তিন শতাংশের উপর বেড়ে গেছে। গত ১৩ জুলাই থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত পাহাড়ি এই জেলায় ৯১ জন লোক করোনা ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। সোমবার ডিমা হাসাও জেলায় ২৮ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। বর্তমানে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৬২১।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে আজ মঙ্গলবার থেকে এক সপ্তাহের জন্য নতুন এসওপি বলবৎ হয়েছে। ডিমা হাসাও জেলায় করোনার পরিস্থিতি কিছুটি উন্নত হওয়ায় কারফিউ কিছুটা শিথিল করা হয়েছিল। বর্তমানে ডিমা হাসাও জেলায় বিকেল চারটা পর্যন্ত দোকানপাট, বাজারহাট খোলা রাখার নির্দেশ রয়েছে এবং বিকেল ৫-টা থেকে সকাল ৫-টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ হবে। এদিকে পাহাড়ি এই জেলায় করোনা সংক্রমণের পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় সাধারণ মানুষ কোভিডের নিয়ম-নীতি মেনে চলছেন না। বাজারহাটে নেই সামাজিক দূরত্বের বালাই। বহু মানুষ বিনা মাস্কে প্রকাশ্য স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর এতেই আবার পাহাড়ে সংক্রমণের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হচ্ছে বলে মনে করছে প্রশাসন। তাই সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য বিধি ও কোভিড বিধি মেনে চলার জন্য জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সত্য দিয়ে কংগ্রেসের মিথ্যেকে পরাজিত করুন, বিজেপি সাংসদদের বললেন মোদী

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি.স.): বিজেপি সাংসদদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, সত্য দিয়ে বিরোধী তথা কংগ্রেসের মিথ্যেকে পরাজিত করুন। সরকারের কাজের বিষয়ে জনগণকে অবগত করুন। মঙ্গলবার সকালে সংসদে বিজেপির সমস্ত সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে এমনই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বিজেপি সাংসদদের বলেছেন, জনগণের সামনে সরকারের কাজ সম্পর্কে সত্য তথ্য তুলে ধরুন, যাতে যোগাযোগ ও সত্যতার অভাবে যে শুন্যতা তৈরি হয়েছে বিরোধীদের মিথ্যাচারে তা পূরণ না হতে পারে।

বিজেপি সাংসদদের বৈঠক প্রসঙ্গে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি বলেছেন, 'বিরোধীদের অবস্থান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ করে কংগ্রেস, জনস্বার্থে ইস্যু উত্থাপন করার পরিবর্তে, মনে করছে ক্ষমতায় তাঁদের অধিকার। প্রধানমন্ত্রী ফলপ্রসূ আলোচনা চাইছেন, কিন্তু কংগ্রেস দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ দেখাচ্ছে।' প্রহ্লাদ জোশি আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মহামারী রাজনৈতিক নয়, আমাদের জন্য মানবিক সমস্যা। বিগত ১০০ বছরের মধ্যে এই প্রথম, যখন বিশাল জনগোষ্ঠী রেশন পেয়েছিল এবং কোনও ব্যক্তি ক্ষুধার্ত ঘুমোয়নি। আমরা সফলভাবে তা করতে পেরেছি। এটি আমাদের দায়িত্ব, কারও প্রতি দয়া করা নয়।'

খুশবু সুন্দরের টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক, জানালেন বিজেপি নেত্রী নিজেই

চেন্নাই, ২০ জুলাই (হি.স.): হ্যাকারদের নজরে এবার দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী এবং বিজেপি নেত্রী খুশবু সুন্দরের টুইটার অ্যাকাউন্ট। মঙ্গলবার খুশবু সুন্দর জানিয়েছেন, হ্যাক করা হয়েছে তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্ট। বিবৃতি মারফত তিনি জানিয়েছেন, বিগত কিছু দিন ধরে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে যদি কিছু করা হয়েও থাকে, তা তিনি করেননি।

বিজেপি নেত্রী খুশবু সুন্দর মঙ্গলবার জানিয়েছেন, 'সকলকে জানাতে চাই, আমার টুইটার অ্যাকাউন্ট তিন দিন আগে হ্যাক করা হয়েছে। এ বিষয়ে টুইটার এডমিনিস্ট্রেশন অফিসে ফলোআপ করার চেষ্টা করছি।' খুশবু জানিয়েছেন, যেহেতু সমস্ত টুইট মুছে ফেলা অথবা আর্কাইভ করা হয়েছে, তাই আমি আশা করছি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করা হয়নি। অথবা দেশ-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা হয়নি।'

রোনা-সংক্রমণের হার ০.০৭ শতাংশ, দিল্লিতে সক্রিয় রোগী কমে ৫৬৯

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, কমে গিয়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৪ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬০৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৩৫ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১০ হাজার ০০৫ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৭ জন। মঙ্গলবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫৬৯ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট কমে ০.০৭ শতাংশে পৌঁছেছে।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ, সাইকেল চালিয়ে সংসদে এলেন ডি কে সুরেশ

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি.স.): তৃণমূলের পর এবার কংগ্রেস। পেট্রোল ও ডিজেল-সহ পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সাইকেল চালিয়ে সংসদে এলেন কংগ্রেস সাংসদ ডি কে সুরেশ। ডি কে সুরেশ ছাড়াও কংগ্রেসের আরও কয়েকজন সাংসদ এদিন সাইকেল চালিয়ে সংসদে আসেন। এর আগে সোমবার সাইকেল চালিয়ে সংসদে এসেছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। এদিন কংগ্রেস সাংসদ ডি কে সুরেশ জানিয়েছেন, 'পেট্রোলের দাম অনেক বেশি, তাই সাইকেল চালিয়ে সংসদে এলাম। ১৫-২০ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতিতে সাধারণ মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা মুশকিল।

২৬ জুলাই থেকে দশম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল খুলছে পঞ্জাবে, শিক্ষকদের টিকা আবশ্যিক

চন্ডীগড়, ২০ জুলাই (হি.স.): আগামী ২৬ জুলাই থেকে পঞ্জাবে শুরু হতে চলছে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস। পঞ্জাবে এই তিনটি ক্লাসের জন্য স্কুল খোলায় মঙ্গলবার অনুমতি দিয়েছে অমরিন্দর সিং সরকার। তবে, স্কুলের কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্পূর্ণ টিকা নিতে হবে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত হবেন কি-না, সে বিষয়টি অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভার্চুয়াল ক্লাসের বিকল্পও চলতে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যদি পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে তাহলে বাকি ক্লাসগুলি ২ আগস্ট থেকে চালু হবে। এদিন কিছু বিধিনিষেধেও ছাড় দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোভিড প্রোটোকল মেনে অনুষ্ঠান/বিচিত্রানুষ্ঠানে যেতে পারবেন আর্টিস্ট ও গায়করা। উল্লেখ্য, পঞ্জাবে করোনা-সংক্রমণের হার ০.০৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

২১ আগস্ট পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল রইল ভারত-কানাডার সরাসরি বিমান পরিষেবায়

কানাডা, ২০ জুলাই (হি. স.) : ২১ অগস্ট পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল রইল ভারত-কানাডার সরাসরি বিমান পরিষেবায়। প্রথমে ২১ জুলাই অবধি সময়সীমা ছিল। এবার তা বাড়িয়ে হল ২১ অগস্ট পর্যন্ত। তবে এ ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্য কোনও দেশ হয়ে কেউ চাইলে কানাডা পৌঁছতে পারেন। করোনার সংক্রমণের দিকটি খেয়াল রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাস্টিন ট্রুডোর সরকার। নয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যে সমস্ত ভারতীয় 'ঘুরপথে' কানাডায় প্রবেশ করবেন, তাঁদের কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট অত্যাবশ্যক। তবে সেক্ষেত্রে ভারত থেকে রিপোর্ট নিয়ে গেলে তা গ্রাহ্য হবে না। যে দেশ হয়ে ভারতীয় কোনও যাত্রী কানাডা ঢুকছেন, সেই দেশ থেকে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে। একইসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এর আগে যাঁরা কোভিড পরজিটিভ ছিলেন এবং ভারত থেকে কানাডা যাচ্ছেন, তাঁরা ১৪ দিন তৃতীয় কোনও দেশে কাটিয়ে তবেই কানাডায় যেতে পারবেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সংক্রমণ এড়াতে কলকাতা পুলিশের তরফে জীবাণুমুক্ত ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি. স.): একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। প্রতিনিয়ত শহরবাসীকে আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। তবে, শহরবাসীকে সংক্রমণমুক্ত রাখতে তৎপর কলকাতা পুলিশ। আর তাই মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের তরফে জীবাণুমুক্ত করা হয় ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট। গত কয়েকদিন ধরেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০০০ নিচে। যদিও অপরদিকে সংক্রমণ ঠেকাতে বর্তমানে রাজ্য জুড়ে চলছে লকডাউন। পাশাপাশি শহরবাসীকে সংক্রমণমুক্ত রাখতে প্রতিনিয়ত কলকাতা পুলিশের তরফে করা হচ্ছে মাইকিং। করা হচ্ছে মাস্ক বিলি। তবে, রাজ্যজুড়ে বর্তমানে কার্যত লকডাউন চললেও খোলা রয়েছে অফিস, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক। যার জন্য বিভিন্ন জায়গায় সমাগম ঘটেছে বহু মানুষের। আর তাই শহরবাসীকে জীবাণুমুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। তাই এদিন কলকাতা পুলিশের তরফে জীবাণুমুক্ত করা হয় ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

মৃত্যু ও কোভিড-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই, ব্রাজিলে সুস্থতা ক্রমেই ঊর্ধগামী

রিও ডি জেনেইরো, ২০ জুলাই (হি.স.): ব্রাজিলে কমতে কমতে অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ৬১৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৪২ হাজারেরও বেশি করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ২৭১ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯,৩৯১,৮৪৫ জন।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ১৫,২৭১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৯,৩৯১,৮৪৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬১৫ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৭৭ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৮,০৬৭,০৮০ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭,৮১,৮৮৮ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল, এবার মেধাতালিকা নেই

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি.স.): অবশেষে প্রকাশিত হল মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। এই প্রথম মেধা তালিকা ছাড়াই প্রকাশ করা হল মাধ্যমিকের ফলাফল। সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৭, মোট ৭৯ জন পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছি, সার্বিক মেধার ভিত্তিতে এই ফল প্রকাশ। ফল পছন্দ না হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফের পরীক্ষায় বসার সুযোগ থাকবে ছাত্র-ছাত্রীদের। অর্থাৎ, ফলাফল গ্রহণযোগ্য না হলে ফের পরীক্ষা দিতে পারেন ছাত্র-ছাত্রীরা। এবারের মাধ্যমিকে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীই উত্তীর্ণ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এবছর মাধ্যমিকে ১০০ শতাংশ পরীক্ষার্থীই পাশ করেছেন। মধ্য শিক্ষা পর্ষদ আগেই জানিয়েছিল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা অবশ্য তাঁদের রেজাল্ট জানতে পারবেন সকাল ১০টা থেকে ওয়েবসাইটে। মোট ১০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৫০ জন পরীক্ষার্থীর মাধ্যমিক দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিড মহামারী পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে মাধ্যমিক পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়। পরীক্ষা না হওয়ায় অ্যাডমিট কার্ডও হাতে পাননি ছাত্র ছাত্রীরা। ফলে রোল নম্বরের সাহায্যে ওয়েবসাইটে ফল জানতে পারবেন না তাঁরা। বদলে ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং জন্ম তারিখ দিতে হবে তাঁদের। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

চলছিল ঈদের প্রার্থনা, আফগানিস্তানে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে তিনটি রকেট হামলা

কাবুল, ২০ জুলাই (হি.স.): চলছিল ঈদের প্রার্থনা, উপস্থিত ছিলেন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি, অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও আধিকারিকরা। এমন সময় তিনটি রকেট হামলা চালানো হল কাবুলের উপকণ্ঠে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে। রকেট হামলায় এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

কাবুলের ডিস্ট্রিক্ট ১৮-এর পারওয়ান-ই-সে এলাকা থেকে রকেট হামলা চালানো হয়, রকেট এসে পড়ে কাবুলের ডিস্ট্রিক্ট-১-এর বাগ-ই-আলি মারদান ও চামান-ই-হুজুরী এলাকায় এবং কাবুলের ডিস্ট্রিক্ট-২-এর মানাবে বাশারি এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে সেই সময় ঈদের প্রার্থনা চলছিল, তখনই তিনটি রকেট হামলা চালানো হয়।

আপ ও কংগ্রেসের দু''টো মুখ, কৃষকদের চিন্তাই করে না : হরসিমরত

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি.স.): একযোগে আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদল। হরসিমরতের মতে, কৃষকদের নিয়ে কোনও চিন্তা করে না কংগ্রেস। আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেসের দু''টো মুখ। কৃষকদের নিয়ে উদ্বিগ্ন শুধুই শিরোমণি অকালি দল। বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনও কৃষি আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন অকালি দলের সাংসদরা। দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবারও সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখতে থাকেন তাঁরা।

এদিন শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদল বলেছেন, 'সোমবার লোকসভায় কৃষক ইস্যু ছাড়া সমস্ত বিষয় উত্থাপন করেছিল কংগ্রেস, আসলে কৃষকদের নিয়ে কোনও চিন্তাই করে না কংগ্রেস। কৃষি আইন যখন আনা হয়েছিল আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেস ওয়াকআউট করেছিল। তাঁদের দু''টো মুখ। শুধুমাত্র শিরোমণি অকালি দল এই বিষয়টি উত্থাপন করছে।'

পর্নোগ্রাফি মামলা : শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রা-সহ ধৃত ১১

মুম্বই, ২০ জুলাই (হি.স.): পর্ন ছবি বানানোর দায়ে অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখার প্রপার্টি সেল। রাজের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, পর্ন ছবি বানানোর পাশাপাশি তিনি তা বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতেন মোবাইল ফোনে। এই মামলায় ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রা-সহ মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশ। নেরুল এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় রায়ান থার্প নামে আরও একজনকে। গ্রেফতার করার পর রাজ কুন্দ্রাকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় জে জে হাসপাতালে, পরে তাঁকে মুম্বই পুলিশের কমিশনার অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন দুপুরেই রাজ কুন্দ্রা ও রায়ান থার্পকে মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালতে তোলা হয়। দু''জনকেই আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

২০২১-এর ফেব্রুয়ারিতে সাইবার অপরাধ দমন শাখায় পর্ন তৈরি এবং কিছু অ্যাপের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে দেওয়া নিয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলায় মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখার প্রপার্টি সেলে হাজিরা দেন রাজ কুন্দ্রা, সেখানেই সোমবার রাতে শিল্পার স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রশাসন আরও জানিয়েছে, ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী রাজ। সে সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ হাতে রয়েছে মুই পুলিশের। এই মামলায় কুন্দ্রা-সহ মোট ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অসমের 'সচিবালয় প্রশাসন বিভাগ' মিশে গেছে 'সাধারণ প্রশাসন বিভাগ'-এ, জারি বিজ্ঞপ্তি

গুয়াহাটি, ২০ জুলাই (হি.স.) : একত্রীকরণ করা হয়েছে অসমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এক সঙ্গে মিশে যাওয়া দুটি বিভাগ হচ্ছে 'সাধারণ প্রশাসন বিভাগ' এবং 'সচিবালয় প্রশাসন বিভাগ'। এখন থেকে এই দুটি বিভাগকে 'সাধারণ প্রশাসন বিভাগ' হিসেবে জানা যাবে। অসমের রাজ্যপাল এতে সম্মতি দিয়েছেন। রাজ্যপালের উদ্ধৃতি দিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক সংস্কার ও প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধানসচিব অর্চনা ভার্মা (আইএএস) রাজ্যের সাধারণ প্রশাসন বিভাগ এবং সচিবালয় প্রশাসন বিভাগকে একত্রীকরণের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। মঙ্গলবার জারিকৃত এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এখন থেকে সচিবালয় প্রশাসন বিভাগ বলে কিছু থাকবে না। সাধারণ প্রশাসন বিভাগ এবং সচিবালয় প্রশাসন বিভাগ, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি বিভাগ একত্রিত হয়ে নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'সাধারণ প্রশাসন বিভাগ'। অসম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন ২০০৫-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে এই দুটি বিভাগকে একত্রিত করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সংস্কার ও প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধানসচিব অর্চনা ভার্মা বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / অনীশ / সমীপ

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশুদের বুদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করে অর্গানিক খাবার

আর এই ফলাফল মিলেছে 'বার্সেলোনা ইন্সটিটিউট ফর গ্লোবাল' এবং 'পেরে ভির্হিলি হেল রিসার্চ ইন্সটিটিউট'য়ের গবেষণায়। 'এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন'য়ের ২০২১ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত এই গবেষণার জন্য ১,২৯৮ জোড়া মা ও ছেলের ওপর পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। সন্তানদের বয়স ছিল ছয় থেকে ১১ বছর।

গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে স্কুলগামী বয়সের শিশুদের মধ্যে জৈব বা অর্গানিক খাদ্য গ্রহণের ফলাফল হিসেবে তাদের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, তথ্য মনে রাখার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, যৌক্তিক ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যদিকে, ভাজাপোড়া বা ফাস্টফুড, জনাকীর্ণ বাড়িতে থাকা, ধূমপান ও তামাকের সংস্পর্শ স্মৃতিশক্তি হ্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণার সহ-লেখক এবং 'আইএসগ্লোবাল'স চাইল্ডহুড অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল পোগ্রাম'য়ের প্রধান মার্টিন ভিরহেইড বলেন, ''আমরা কয়েকজন বাবা-মাকে লক্ষ্য করেছি। যাদের সন্তান হওয়ার সময়ের পরিবেশ ছিল দূষিত (অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ এবং তামাকের ধোঁয়া) আর তাদের জীবনযাত্রার অভ্যাসগুলো (খাদ্যাভ্যাস, ঘুম এবং পারিবারিক সামাজিক মূল্যবোধ) এসব শিশুদের আচরণগত সমস্যা দেখা দেওয়ার সঙ্গে জড়িত।''

তবে গবেষকরা চমকপ্রদ কিছু তথ্যও পেয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে গর্ভবতী মায়েদের সবুজের প্রতি আকৃষ্ট থাকার সঙ্গে শিশুর জ্ঞানীয় ক্ষমতার প্রভাব। গবেষকরা আরও দেখেছেন যে, মায়ের অ্যালকোহল গ্রহণ উচ্চমাত্রার 'পারফ্লুরুকট্যান সালফোনিক অ্যাসিড (এক ধরনের দূষণকারী) এবং উচ্চ মাত্রার প্রসব-পূর্বকালীন পারদের স্তরগুলো জ্ঞানীয় কার্য সম্পাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলো বিভ্রান্তিকর এবং বিপরীত ফলাফল দিতে পারে বলে গবেষকরা মনে করেন। ২০১৪ সালের করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব শিশু ভাজাপোড়া খাবার বেশি খায় তাদের মাঝে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বিজ্ঞান, গণীত ও পঠনের দুর্বলতা দেখা দিয়েছে।

গাড়িতে উঠলেই বমি পায়? তাহলে এর জেনে নিন সহজ সমাধান

বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি চড়ার কথা শুনলেই ভয় করে? একা আপনি নন, প্রবল মাথার যন্ত্রণা বা বমি ভাবের জ্বালায় অনেকেই এই যানবাহনগুলো থেকে দূরে থাকেন। সারা বছর আলাদা করে হজম সংক্রান্ত কোনও সমস্যা না থাকলেও বাসে-ট্রাম-ট্যাক্সি একটু গতিতে চললেই অনেকের এমনটা হয়। দূরের কোনও ভ্রমণে তাই অনেকেরই ট্রেন ছাড়া গতি থাকে না। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়িতে চড়লে তো এই সমস্যা হু হু করে বাড়তে থাকে।

কিন্তু কেন এমন হয়? অন্য সময় স্বাভাবিক থাকলেও নির্দিষ্ট একটি গতির মধ্যে থাকলেই শরীরে এমন সমস্যা হওয়ার কারণই বা কী? চিকিতসকদের মতে, মানুষের শরীরের তিনটি অংশ গতি নির্ণয় করে। চোখ, অন্তঃকর্ণ ও ত্বক। এই তিনটি অংশকেই ''সেনসরি রিসেপ্টর'' বলা হয়। এরাই এই গতির অনুভূতিকে পাঠিয়ে দেয় মস্তিষ্কে। এই তিন সেনসরি রিসেপ্টরের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনও অসামঞ্জস্য থাকলে তখনই এমন ''মোশন সিকনেস''-এর সমস্যা হয়।

সকলের ক্ষেত্রে এই অসামঞ্জস্য দেখা যায় না বলেই তাঁরা মোশন সিকনেসের শিকার হন না। তবে চিকিতসকদের মতে, এই অসুখ কিছুটা যেমন শারীরবৃত্তীয় তেমন কিছুটা মানসিকও বটে। পূর্বের অভিজ্ঞতা ভাল না হওয়ায় গাড়িতে ওঠার আগেই একটা ''প্যানিক সিকনেস'' তৈরি হয়ে যায়। তা শরীরের উপরেও চাপ ফেলে। তবে কিছু নিয়ম ও কৌশল মেনে চললে এই অসুস্থতাকেও বাগে আনা যায়। আজ থেকেই অনুসরণ করুন সেই সব উপায়। -গাড়িতে চড়লে কোনও রকম অসুবিধা হবে না, মনকে এটাই বোঝান আগে। এই শারীরবৃত্তীয় সমস্যাকে সরাতে আগে মানসিক জোরকেও বাড়াতে হবে। -গাড়িতে বসে সামনের কাচের দিকে বা গাড়ির মধ্যের যন্ত্রপাতির দিকে না তাকিয়ে রাস্তা, বাইরের মানুষ, প্রকৃতি এ সব দেখুন। চোখ, অন্তঃকর্ণ এতে আরাম পাবে। যাত্রাপথের বিপরীতেও দেখবেন না। সেনসরি অর্গানের অসামঞ্জস্যতা আসতে পারে।

-একটানা গাড়িতে বসবেন না। মাঝে মাঝেই নামুন, ব্যক্তিগত গাড়ি না হলে দীর্ঘ পথ যাওয়াকে দু''টি-তিনটি ভাগে ভেঙে নিন। এমনিতেও দীর্ঘযাত্রার বাসগুলিও মাঝে মাঝে এক একটি জায়গায় থামে। তখন সেখানে নেমে একটু হাঁটাচলা করে নিন।

-পেট্রলের গন্ধ তাড়াতে ব্যাগে রাখুন সুগন্ধী। মাঝে মাঝেই তা স্প্রে করুন শরীরে। ব্যাগে কয়েকটা লেবু পাতা রাখুন ও গাড়িতে চড়ে তা নাকের কাছে ধরুন মাঝে মাঝেই। এতে গা গোলানোর সমস্যা অনেকাংশে কমবে। -গাড়িতে বসে মোবাইল ঘাঁটবেন না। মোবাইলের রশ্মি থেকেও বমি ভাব বাড়ে। -কম ঝাঁকুনির সিট বাছুন। তাতে সমস্যা অনেকটা কমবে। -শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক ব্যায়ামগুলো রপ্ত করতে পারলে ভাল হয়। জোর শ্বাস নিয়ে খুব ধীরে ধীরে ছাড়ুন।

-মন অন্য দিকে রাখতে মন ভাল রাখার সুরেলা গান শুনুন। তবে সে গানে খুব বেশি বাজনার প্রভাব থাকলে মস্তিষ্ক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। তাই শান্ত, সুরেলা গান শুনুন।

ত্বকের ওপর মনের প্রভাব

লাইফস্টাইল ডেস্ক,বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম কথায় বলে 'হাসি সুস্থ থাকার ওষুধ'। মন ভালো থাকলেও সেটার প্রভাবও পড়ে দেহে। আর নেতিবাচক অনুভূতি ত্বকের ওপর প্রভাব ফেলে। দীর্ঘদিন মন খারাপ অনুভূতি পুষে রাখা স্থায়ীভাবে ত্বকের ওপরে খারাপ প্রভাব ফেলে ও বয়সের ছাপ আনে। ভারতের 'মাসওয়েলনেস ক্লিনিক'য়ের কসমেটিক সার্জন এবং 'ওয়েলনেস' বিশেষজ্ঞ, ডা. গীতা গ্রিওয়াল 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''মনের প্রভাবক হচ্ছে ত্বক। মানসিক চাপের বিভিন্ন উপসর্গ ত্বকে ফুটে ওঠে বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপ কীভাবে ত্বকে প্রভাব ফেলে সেটাও জানিয়েছেন তিনি।

মানসিক চাপ: বহু বছর ধরেই ত্বকের সঙ্গে মানসিক চাপের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা চলছে এবং এতে দেখা গেছে যে, সচেতনতা ও সঠিক সরঞ্জামের ব্যবহারের মাধ্যমে এর প্রভাব অনেকটা কমানো যায়। অন্যথায় ত্বক সহজেই বুড়িয়ে যায়। মানসিক চাপ 'কর্টিসল' হরমোনের মাত্রা বাড়ায়, যা প্রতিটা অঙ্গ, ধমনী ও কোষের পুনর্গঠনকে ব্যাহত করে।

মানসিকচাপে পড়লে মানুষ চকলেট, নোনতা আলুর চিপ্স ইত্যাদি খাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। অনেকে আবার অ্যালকোহলের দিকে ঝুঁকে এবং কম পানি পান করেন। যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। পানি স্বল্পতা ত্বকে বলিরেখা ও ভাঁজের মতো সমস্যার সৃষ্টি করে। এছাড়াও, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ত্বকে ব্রণ, র্যাশ ইত্যাদি বাড়ায়।

চাপের কারণে ত্বকের ক্ষুদ্র রক্তনালীতে হাইড্রোজেন ও পুষ্টি সরবারহে বাঁধা সৃষ্টি করে। তাছাড়া, মানসিক চাপ ত্বকের কোষের জীবনচক্রে ব্যাঘাত ঘটায়। ফলে ত্বক নির্জীব হয়ে পড়ে, উজ্জ্বলতা হারায় এবং ছোপ ছোপ ভাব সৃষ্টি করে। রাগ: ক্রোধ ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি করে। ক্রোধ মুখের পেশি দৃঢ় করে ও সূক্ষ্ম রেখা ফুটে উঠে। এছাড়াও এতে ত্বকের আরোগ্য লাভের ক্ষমতা ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া কমে যায়। 'ব্রেইন, বিহেইভিয়র, ইমিউনিটি' জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় গবেষকরা দেখেছেন যে রাগান্বিত লোকদের কোষের নিরাময় ও পুনর্গঠনের মাত্রা সাধারণভাবে যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের চেয়ে চারগুণ বেশি সময় নিয়েছিল। যারা রাগ বেশি করে তাদের কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে এবং কোলাজেন উৎপাদন বাঁধা প্রাপ্ত হয়। ফলে ত্বকে বয়সের ছাপ দ্রুত পড়ে।

বিষণতা: ত্বকে দ্রুত বয়সের ছাপ ফেলে। দুশ্চিন্তা ত্বকে দুঃখ ও মলিনভাব আনে। দীর্ঘমেয়াদে বিষণতায় ভুগলে ত্বকে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। কারণ এর রাসায়নিক যৌগ দেহের কোষের প্রদাহ মেরামত করতে বাধা দেয়।

এই হরমোনগুলো ঘুমকে প্রভাবিত করে, চোখের চারপাশে কালচে ও ফোলাভাবের সৃষ্টি করে এবং চোখ মলিন দেখায়। ভয়: ভয় বা বিপদে পড়লে মস্তিষ্কের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ 'অ্যাড্রিনাল' গ্রন্থিতে এপিনেফ্রিন হরমোনের সংকেত দেয়। এতে হৃদগতি বৃদ্ধি পায়, পেশিতে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অনেক সময় 'অ্যাড্রেনালিন' ত্বক ও মুখ থেকে রক্তের কিছুটা সরিয়ে নিয়ে যায় এবং আহত হলে রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ করতে ত্বকের রক্তনালীগুলোকে সীমাবদ্ধ করে। তাই ভয় পেলে দেখতে ফ্যাকাশে ও নির্জীব লাগে।

স্ট্রেচিং করছেন না: পওয়েল বলেন, ''বার্ধক্যের কারণে মনস্তাত্বিক যে পরিবর্তন আসে তা থেকে মানুষের হাঁটার ধরনে পরিবর্তন হয়। হাঁটাকে যখন ব্যায়াম হিসেবে নিচ্ছেন তখন তার আগে স্ট্রেচিং করে নিলে সেই প্রভাব কিছুটা দূর হবে। কারেন্ট ট্রান্সলেশনাল জেরিয়াট্রিকস অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল জেরোন্টোলজি রিপোর্টস' শীর্ষক সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণায় জানা যায়, কিছু ব্যায়াম বয়স্ক মানুষের হাঁটার ক্ষমতা বাড়াতে কার্যকর। যেমন- চেয়ারে একাধিকবার উঠবস করা, পায়ের পাতার জোড়ের 'স্ট্রেচিং', 'অ্যারোবিকস কন্ডিশনিং' ব্যায়াম, শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে হয় এমন ব্যায়াম ইত্যাদি।

'এএসসিএম' প্রশিক্ষক এবং 'ফিট হাউস ডেভিস'য়ের প্রতিষ্ঠাতা লিসা হেরিংটন বলেন, ''ব্যায়ামের জন্য হাঁটা শুরু করার আগে পিঠ, নিতম্ব, 'কোয়াড', 'হ্যামস্ট্রিং'য়ের স্ট্রেচিং করতে হবে। সব বয়সের মানুষের জন্যেই এগুলো জরুরি। তবে বৃদ্ধদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।''

গান শোনা: হাঁটার সময় গান শোনা বৃদ্ধদের জন্য বিশেষ উপকারী বলে দাবি করেন বিশেষজ্ঞরা। 'জার্নাল অফ ফিজিওথেরাপি'তে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী, ''স্ট্রোক থেকে সুস্থ হওয়া রোগীরা যদি হাঁটার সময় গান শোনার অভ্যাস করেন তবে তাদের হাঁটার গতি বাড়বে, প্রতি ধাপের দূরত্ব বাড়বে, শরীরের তাল বজায় রাখাও সুবিধা হবে।'' হাঁটার সঠিক ধরন: দুপেয়ে স্তন্যপায়ী মানব জাতির জন্য হাঁটতে জানা সহজাত ব্যাপার। তার মানে এই নয় সবার হাঁটার ধরনটা সঠিক। বৃদ্ধদের জন্য এটি বিশেষভাবে সত্য। 'ব্রিস্টল নরডিক ওয়াকিং'য়ের বিশেষজ্ঞরা বলেন, ''হাঁটার সময় মাথা সঠিক অবস্থানে থাকা চাই। ঘাড়কে মেরুদণ্ডের একটি অংশ ভেবে নিতে হবে। এজন্য মনে করুন আপনি নিজের মেরুদণ্ডকে প্রসারিত করছেন। চোয়াল থাকবে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল।'' 'দ্য ভেগা মেথড'য়ের প্রবর্তক জো ভেগা (সিএসসিএস) বলেন, ''কার্যকরভাবে হাঁটতে হলে কদম ফেলার সময় পায়ের গোড়ালি সবার আগে মাটি স্পর্শ করবে, এরপর সামনের অংশ। আর কদম তোলার সময় পায়ের বুড়ো আঙুল মাটিতে ধাক্কা দেবে।

এজন্য হাঁটা শুরু করার আগে 'শোল্ডার স্রাগস' নামক ব্যায়াম করে নিতে হবে হাঁটার আগে ও হাঁটার মাঝে।

লেসলি বনসি (এমপিএইচ, আরডি, সিএসএসডি, এলডিএন) আর মাইকেল স্ট্যানটেন জোর দেন হাতের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার দিকে। হাত কনুই থেকে ভাঁজ হয়ে থাকবে। ছোট ধাপ হবে কিন্তু দ্রুত পা চালাতে হবে। এত গতি বাড়বে, শরীরের ভারসাম্যও বজায় থাকবে। সাবধানতা: বয়স যেহেতু বেড়েছে, তাই হাঁটতে গিয়ে যে কোনো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা প্রবল। যুক্তরাষ্ট্রের জ্যানেট ডেপ্যাটি (সিপিটি), 'এভিবড ক্যান এক্সারসাইজ'য়ের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, ''বয়স্করা যখন হাঁটতে যাবেন তখন তাদের সঙ্গে অবশ্যই মোবাইল থাকতে হবে। যাদের কানে শোনা এবং চোখে দেখা নিয়ে সমস্যা আছে তাদের রাতে হাঁটতে যাওয়া উচিত হবে না। নিজের কি রোগ আছে এবং জরুরি সময়ে যোগাযোগের মানুষগুলোর নম্বর, ঠিকানা ইত্যাদি সঙ্গে থাকা জরুরি।''

''আবহাওয়াও সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। গরমের দিনে ব্যায়াম করা বেশি কষ্টের যা বৃদ্ধদের জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে হাঁটার জন্য শপিংমল বেছে নিতে পারেন যা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।'' অতিরিক্ত নরম কিংবা ঢিলা জুতা: পায়ে 'সাপোর্ট' দেয় এমন জুতা বেছে নিতে হবে হাঁটা কিংবা দৌড়ানোর জন্য। তলা সমান ঢিলেঢালা জুতা পরে হেঁটে স্বস্তি পাওয়া যায় না, আবার জোর কমে আসে। অতিরিক্ত নরম জুতাও হাঁটার জন্য উপযোগী নয়। শক্ত জুতা পরতে হবে। শক্ত জুতার তুলনায় বরং নরম জুতা পরে হাঁটলেই ব্যথা হয় বেশি। ওজন থাকা যাবে না: ডেপ্যাটি বলেন, ''ব্যায়াম হিসেবে হাঁটার সময় সঙ্গে ব্যাগ বা এই ধরনের ভারী কিছু থাকা উচিত নয়। আর ব্যাগ যদি নিতেই হয় তবে এক কাঁধে নয়, দুই কাঁধে ঝোলানো হয় এমন ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে।'' হাতে পানির বোতল না রাখাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এই অসম ওজন শরীরের ভারসাম্য নষ্ট করবে।

মাস্ক পরেও মেইকআপ ঠিক রাখার উপায়

মহামারীর বিধিনিষেধে বদলে গেছে জীবনের ছন্দ। সাজসজ্জাও সেখানে ব্যতিক্রম নয়। ঘরে থাকলেও অনলাইন মিটিং থাকতে পারে। সেথায় আলুথালু অবস্থায়তো আর অংশ নেওয়া যায় না। আবার কোথাও গেলে মেইকআপ ঠিক রেখে মাস্ক পরাও কষ্টসাধ্য। বিশেষ করে ঘাম আর তৈলাক্ত ত্বকের অস্বস্তি তৈরি করে বেশি। টাইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় রূপ বিশেষজ্ঞ সামাইরা সান্ধু মাস্ক পরার পর চেহারার উন্মুক্ত অংশের সৌন্দর্য বাড়াতে মেইকআপের সঠিক উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দেন।

তাছাড়া মিটিংয়ে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতেও সাজের প্রয়োজন। এই মৌসুমে তিনি পানিরোধক প্রসাধনী ব্যবহারের পরামর্শ দেন যেন সাজ ঘাম ও তেল মুক্ত থাকে। তিনি পরিমাণে কম প্রসাধনী ব্যবহারের কথা বলেন। প্রসাধনীর বেশি পরিমাণ ত্বকে ব্রণ ও র্যাশ সৃষ্টি করতে পারে। মাস্ক ব্যবহার করতে হলে ঘন গাঢ় লিপস্টিক এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। না হলে মাস্কের ভেতরের অংশে লিপস্টিক লেগে লেপটে যাবে। এক্ষেত্রে হালকা লিপজেল অথবা পানিরোধক বা 'কিস প্রুফ' লিপস্টিক ব্যবহার করা ভালো।

অনলাইন মিটিংইয়ে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানান সামাইরা সান্ধু।

* চোখের নিচে সামান্য পরিমাণে কন্সিলার ব্যবহার করে ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার দিয়ে সেট করে নিন। দেখতে সতেজ ও প্রাণবন্ত লাগবে।

* ঘন, লম্বা ও বাঁকানো চোখের পাপড়ি দেখতে ভালো লাগে। তাই সাজে মাস্কারার ব্যবহার রাখা যায়।

* ঘন ভরাট ভ্রু এখনকার ট্রেন্ড। স্বচ্ছ ভ্রু জেল ব্যবহার করে ভ্রুয়ের আকার ঠিক করে চেহারার কাঠামো সুস্পষ্ট করে তোলা যায়।

* ত্বকে সতেজভাব আনতে চাইলে ক্রিমভিত্তিক ব্লাশ বা আভা ব্যবহার করুন, চেহারার ক্লান্তিভাব কমে যাবে।

সাবধান! করোনামুক্ত হওয়ার পরেও কিছুদিন বেড়ে যায় কিছু শারীরিক সমস্যা, যা বাড়িয়ে তোলে সমস্যা

কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই অনেকে করোনামুক্ত হয়ে থাকেন। সবারই ধারণা, করোনামুক্ত হওয়া মানেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়া। আসলে করোনামুক্ত হওয়ার পর, শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে।

যাকে বলা হয় পোস্ট কোভিড। অনেকের ক্ষেত্রে পোস্ট কোভিড এতোটাই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে যে, তা লং কোভিডে রূপান্তরিত হয়। অর্থাত করোনা থেকে সের উঠলেও এর প্রভাবে দীর্ঘদিন শারীরিক বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে পরবর্তীতে নার্ভ প্রদাহ এবং ব্যথার লক্ষণ অনুভব করতে পারেন। এজন্য বিশ্রাম নেওয়া এবং নিয়মিত চিকিতসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন।

শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা

কোভিড আক্রান্ত হওয়ার পর শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে করোনামুক্ত হওয়ার পরেও এ সমস্যা থাকতে পারে। শ্বাসকষ্ট বা শ্বাস নিতে অসুবিধা একটি গুরুতর করোনার লক্ষণ।

করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর যাদের ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; তাদের ক্ষেত্রেই পরবর্তীতে

হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনামুক্ত হওয়ার পর লং কোভিডের আশঙ্কা মাত্রাতিরিক্ত হারে বাড়ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, শরীরে ব্যথা, দুর্বলতাসহ শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে লং কোভিডের লক্ষণ। প্রচুর করোনামুক্ত রোগীর শরীরে এমন লক্ষণ দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, ভাইরাসের তৃতীয় তরঙ্গের মতোই ভয়ঙ্কর হতে পারে লং কোভিড।

লং কোভিডের ঝুঁকিতে কারা?

সমীক্ষা অনুসারে, বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষের শরীরেই লং কোভিডের প্রভাব দেখা যেতে পারে। যারা সংক্রমণে প্রথম দিকে সচেতন ছিলেন না।

দীর্ঘস্থায়ী লক্ষণের কারণে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল যাদের। এমনকি যারা করোনায় মারাত্মক ভুগেছিলেন এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সুস্থ হয়েছেন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও লং কোভিড হতে পারে মারাত্মক। করোনা পরবর্তী জীবন অনেকের জন্যই হতে পারে বেশ কষ্টকর। এজন্য শরীরের প্রয়োজন পড়তে যত্ন, বিশ্রাম এবং কখনও চিকিতার। ধরুন, সম্প্রতি আপনি করোনা থেকে সেরে ওঠেছেন; তবে শারীরিক বেশ কিছু সমস্যা আপনাকে ভোগাচ্ছে, তাহলে তা হতে পারে আপনার দীর্ঘকালীন কোভিডের লক্ষণ। জেনে নিন সেগুলো কী কী?

দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা যখন কেউ করোনা সংক্রমণের মধ্য দিয়ে যান; তখন শরীরে ব্যথা বা প্রদাহের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই ব্যথা কমতে গড়ে ৩-৪ সপ্তাহ সময় লাগে। ব্যথার সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলো হলো- পিঠ ও কোমরে ব্যথা, জয়েন্টগুলো শক্ত হয়ে ব্যথা করা, পেশীর ব্যথা, শরীরের ব্যথা। এসব ব্যথা গুরুতর হয়ে উঠতে পারে।

গবেষণা বলছে, করোনায় বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের ২০ শতাংশই শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। করোনার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের লক্ষণস্বরূপ শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এ ছাড়াও ক্রমাগত কাশি, কণ্ঠ পরিবর্তনও হতে পারে।

এজন্য করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের ফুসফুসের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। লক্ষণগুলো অব্যাহত থাকলে অবশ্যই শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন করতে হবে। সুস্থ হওয়ার জন্য অনেকের অক্সিজেনের সহায়তাও লাগতে পারে।

রক্তচাপ পরিবর্তন

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, লং কেভিড শরীরের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলো বিঘ্নিত করতে পারে। বিশেষ করে রক্তচাপের মাত্রা, রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। যা অনেকেরই হয়তো করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আগে ছিল না। করোনা সংক্রমণের পর বিশ্বজুড়ে কোলেস্টেরল এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। এজন্য খাদ্যাভাস ও শারীরচর্চার দিকে বিশেষ নজর রাখুন।

গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা

করোনা সংক্রমণের কারণে দীর্ঘস্থায়ী কাশি এবং শ্বাসকষ্টসহ পেটের বিভিন্ন পীড়ায় ভুগতে হয় রোগীকে। যেমন- অম্লতা, পাচনজনিত সমস্যা, পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি করোনামুক্ত হওয়ার পরও রোগীকে ভোগাতে থাকে। এর কারণ হলো ভাইরাসটি রোগীর গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের কোষগুলোকে প্রভাবিত করেছে এবং ফাংশন ব্যাহত হয়েছে। ভারী ওষুধের কারণে ক্ষতিকারক হজমশক্তি, ক্ষুধা হ্রাস ইত্যাদির সমস্যাও ঘটতে পারে। যার মধ্যে কয়েকটি লিভার এবং কিডনির কার্যক্রমেও প্রভাব ফেলতে পারে। অতএব, যদি আপনি ক্রমাগত গ্যাস্ট্রিকের বিভিন্ন সমস্যায় নিয়মিত ভুগতে থাকেন; তাহলে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

সুনিতা, কল্পনা চাওলার পর এবার আরও এক ভারতীয় বংশোদ্ভুত কন্যা পাড়ি দিচ্ছেন মহাকাশে

বাংলা হান্ট ডেস্কঃ এক সময় ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা হিসেবে মহাকাশে পাড়ি জমিয়ে ভারতকে গর্বিত করেছিলেন কল্পনা চাওলা, সুনিতা উইলিয়ামসরা। তারপর কেটে গিয়েছে অনেকগুলো দিন ইতিমধ্যে মঙ্গলে প্রথম মঙ্গল যান পাঠিয়েছে ভারত। এবার ফের একবার ভারতকে গর্বিত করলেন ইন্দো-আমেরিকান কৃতি কন্যা সিরিষা বাণ্ডলা। যদিও সিরিষার জন্ম কর্নাটকে হলেও তার বেড়ে ওঠা হাউস্টানে। বর্তমানে তিনি তিনি ভার্জিন গ্যালাকটিকে-র গর্ভনমেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ও রিসার্চ অপারেশনসের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ১১ জুলাই মার্কিন বিলিয়নেয়ার রিচার্ড ব্র্যানসনের উদ্যোগে মহাকাশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তার দল। এই দলেরই চার নম্বর ক্রু সিরিষা। তিনি একজন রিসার্চার। মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় এর আগেও একাধিকবার ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। ইউনিটি ২২ নামক এই দুরন্ত মিশনে বড় দায়িত্বভার থাকছে তার কাঁধে। এই সফরে তার সঙ্গী চিফ পাইলট ডেভ ম্যাকাই, পাইলট মাইকেল মাসুচি, মহাকাশচারী কলিং বেনেট, বেথ মোজেস এবং রিচার্ড ব্র্যানসন।

হাইলাকান্দি মহিলা কলেজকে প্রাদেশিকীকরণের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রীর দরবারে মিলন

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ জুলাই (হি.স.) : অসমের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দরবারে ফের বিজেপি যুব নেতা মিলন দাস। এবার হাইলাকান্দি জেলার ২৮ বছর পুরনো ঐতিহ্যবাহী ''হাইলাকান্দি মহিলা কলেজ''-এর প্রাদেশিকীকরণের দাবিতে। শিলচরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অনুমোদনপ্রাপ্ত হাইলাকান্দি মহিলা কলেজকে প্রাদেশিকীকরণের দাবিতে ২০ জুলাই হাইলাকান্দি শহরের সর্বস্তরের নাগরিকের সমর্থন ও সহযোগিতায় একটি 'সিগন্যাচার ক্যামপেন' করা হয়। পরে শতাধিক নাগরিকের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

হাইলিকান্দি জেলা বিজেপির যুব নেতা মিলন দাস গুয়াহাটিতে গিয়ে স্মারকপত্র মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ও শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুর হাতে তুলে দেন আজ মঙ্গলবার। স্মারকপত্র তুলে দিয়ে তিনি তাঁদের জানান, হাইলাকান্দি জেলার একমাত্র এই মহিলা কলেজটি বিগত দুই দশক ধরে জেলার শিক্ষা অঙ্গনে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এই কলেজ থেকে উত্তীর্ণ অনেক ছাত্রী আজ সমাজ সহ দেশ, বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। কলেজের পক্ষ থেকে একাধিকবার প্রাদেশীকরণের জন্য আর্জি জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে। সেই সঙ্গে শহরের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক সংগঠনও এই দাবিতে প্রদান করেছে অসংখ্য স্মারকপত্র। গত দু দশক ধরে। স্মারকপত্র তুলে দিয়ে গুয়াহাটি থেকে মিলন দাস জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন, শীঘ্রই হাইলাকান্দি জেলার একমাত্র মহিলা কলেজকে প্রাদেশিকীকরণের যাবতীয় প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু তাঁকে এ-ও জানিয়েছেন, অসমে এখনও একাধিক অপ্রাদেশিকীকৃত কলেজ রয়েছে। সরকারের তরফ থেকে সেগুলোর তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিটি কলেজের উন্নতির জন্য সরকার অবশ্যই সহযোগিতা করবে।

হাইলাকান্দির এই কলেজটি যাতে শীঘ্রই প্রাদেশিকীকরণের তালিকায় স্থান পায় এ ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, জানিয়েছেন বিজেপির যুব নেতা মিলন দাস।

তৃণমূল গরুর গাড়ীর হেডলাইট, অন্যরাজ্যে ''নোটা'' র কম ভোট পায় : শুভেন্দু

দুর্গাপুর, ২০ জুলাই (হি. স.) ''জমি আন্দোলনে ডক্টরেট করেছি। ২৩৪ দম্ভচুর্ন করেছি। ডিপিএলের জমি রক্ষা করব।'' মঙ্গলবার দুর্গাপুরে ডিপিএলের জমি বিক্রির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিজেপির ধর্নামঞ্চে এসে এরকমই হুঁশিয়ারী দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে তৃণমূলকে গরুরগাড়ীর হেডলাইট বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, দুর্গাপুরে ধুঁকতে থাকা তাপবিদ্যুতকেন্দ্র ডিপিএল বাঁচাতে সংস্থার জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। জমি বিক্রির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে বিজেপি। গত কয়েকদিন ধরে দুর্গাপুরে ডিপিএলের গেটের সামনে ধর্না শুরু করেছে বিজেপি। মঙ্গলবার ওই ধর্না মঞ্চে হাজির ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়াও ছিলেন, আসানসোলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। এদিন আগাগোড়া রাজ্য সরকারের জমি বিক্রির সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে কড়া তোপ দাগেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন,' বামফ্রন্টের আমলে রাজ্যের দেনা ছিল ১ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকা। তৃণমূলের জামানায় এখন হয়েছে ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার কোটি টাকা। কো-অপারেটিভ থেকেও দু হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। রাজ্য সরকারের ভাঁড়ার শুণ্য না, একেবারে দেউলিয়া। হলদিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছে। শুধু ডিপিএল বাঁচানোর জন্য টাকা খুঁজে পাচ্ছে না। হাজার একর জমি সিঙ্গাপুরের পার্টিকে বিক্রি করে দিতে চাইছে।'

তিনি আরও বলেন,' ডিপিএল রুগ্ন। বাঁচানোর অনেক উপায় আছে। ব্যাঙ্ক থেকেও ঋণ নেওয়া যেত। সার্ভাইবেল প্যাকেজ আছে। জমি আন্দোলনে ডক্টরেট করেছি। ২৩৪ দম্ভচুর্ন করেছি। ডিপিএলের জমি রক্ষা করব। ২০১৬ বিজেপি ৩ আসন ছিল, এখন ৭৭। রাজ্যের মানুষ প্রতিবাদ করার দায়িত্ব দিয়েছে। সেই দায়িত্ব পালন করব।' তিনি বলেন,' কোভিড---এর ভয় দেখিয়ে, কেসের ভয় দেখিয়ে বিজেপিকে আটানোর চেষ্টা করছে। আজ ভবানীভবনে চাকুরী প্রার্থীদের আন্দোলন রাজ্যের সেই বালির বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। রাজ্য সরকার বাস্তবে চাকরী দিতে পারেননি। ২০১৪ সাল থেকে এসএসসি বন্ধ। ২ কোটি বেকার। আরও তিনটা জুটমিল বন্ধ হয়েছে। গুপ্তিপাড়ায় সুতোমিল বন্ধ হয়েছে। সাড়ে ৮ হাজার বেকার।'

এদিন তৃণমূলের রাজ্যের বাইরে ২১ জুলাই পালন নিয়ে তিনি বলেন,' ২১ বছর তৃণমূল করেছি। অসমেরর পর্যবেক্ষক ছিলাম। অন্যরাজ্যে তৃণমূল নোটা থেকেও কম ভোট পায়। এরাজ্যে মাননীয়র দুধেল গাইদের জন্য আর পুলিশের জন্য ভোট পায়। তৃতীয় কোন লোক ভোট দেয় না। তৃণমূল গরুর গাড়ীর হেডলাইট।'

তৃণমূলের পেট্রোপন্যের মুল্যবৃদ্ধির আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত ২০১৩ সালে ইউপিএ -২ আমলে কেন্দ্র আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে বেনিয়ন্ত্রন করে দিয়েছে। কেন্দর সরকারের কন্টোলে নেই।' তিনি রাজ্য সরকারকে আক্রমন করে বলেন,' ভোটের আগে একটাকা ছেড়েছিলেন মাননীয়া। রাজ্য ৩৭-৩৮ টাকা কর পায়। সেটা ছেড়ে শুরু করুন। বাকি আমরা কেন্দ্রের কর ছাড়া নিয়ে বলব।' তিনি আরও বলেন,' আপনার অর্থমন্ত্রী পেট্রোপন্যের জিএসটি বসাতে বাধা দেয়।'

রাজ্যের ইলেক্ট্রিক বিল নিয়ে তিনি বলেন,' ২০১১ সালে ২ টাকা ৮০ পয়সা ছিল। এখন ডোমেস্টিক বিল আকাশছোঁয়া। মানুষের কষ্ট হয়। তিলজলা, কসবার দুধেল গাইরা ইলেক্ট্রিকবিল দেয় না। সেটা আমাদের মেটাতে হয়। আপনারা সাইকেল নিয়ে আন্দোলন করছেন। এবার আমরা হ্যারিক্যান নিয়ে আন্দোলন করব।' তিনি বলেন,' আগামীকাল রাজ্যে গণতন্ত্র বাঁচানোর দাবীতে আন্দোলন হবে। ২ মের পর রাজ্যজুড়ে সনাতনীদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে, ১৯৪৬ সালের ক্যালকাটা কিলিংকে হারিয়ে দিয়েছে। '

রাজ্যের উপনির্বাচন প্রসঙ্গে তৃণমূলকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন,' উত্তরাখন্ডে বিজেপির নন এমএলএ মুখ্যমন্ত্রী ছিল। এখন এমএল মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় তৃণমূল পিছনের দরজা দিয়ে থাকতে চায়। তাই বিধানসভায় বিল এনেছিল। আমরা বিরোধিতা করেছি।'

প্রধানমন্ত্রীর সর্বদল বৈঠকে থাকছে না কংগ্রেস ও অকালি দল

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি.স.) : পৃথক ভাবে সর্বদল বৈঠকের কোনও প্রয়োজন নেই। করোনা পরিস্থিতিতে আসন্ন তৃতীয় ঢেউয়ের আগে জাতীয় টিকাকরণ নীতি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকা সর্বদল বৈঠক নিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ মল্লিকার্জুন খড়গে। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিলেন ওই বৈঠকে যোগ দেবে না কংগ্রেস। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় সংসদের অ্যানেক্স ভবনে ডাকা এই বৈঠক বয়কট করছে শিরোমণি অকালি দলও। কেন্দ্রের তরফে কোভিড টিকা সংগ্রহ এবং দেশ জুড়ে টিকাকরণ কর্মসূচির অগ্রগতি সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরা হবে বলে খবর। কিন্তু সংসদের বাদল অধিবেশন চলাকালীন লোকসভা এবং রাজ্যসভায় এ বিষয়ে আলোচনা না করে কেন পৃথক সর্বদলের আয়োজন, তার বিরুদ্ধে সরব হন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ মল্লিকার্জুন খড়গে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে দলীয় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে বলেন, "সংসদের বাদল অধিবেশন চলাকালীন পৃথক ভাবে সর্বদল বৈঠকের কোনও প্রয়োজন নেই। প্রধানমন্ত্রী যদি কোভিড পরিস্থিতি এবং টিকাকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচি ব্যাখ্যা করতে চান, তবে লোকসভা এবং রাজ্যসভাতেই তা করা উচিত।'' সর্বদল বৈঠকে কংগ্রেস অনুপস্থিত থাকবে জানালেও দলের এই পদক্ষেপকে 'বয়কট' বলেননি খড়গে। অকালি দলের নেতা সুখবীর বাদল অবশ্য সরাসরি বলেন, "আমরা প্রধানমন্ত্রীর সর্বদল বৈঠক বয়কট করছি। কৃষি আইন নিয়ে আলোচনার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিলে আমরা সর্বদল বৈঠকে অংশ নেব।'' প্রসঙ্গত, নয়া তিন কৃষি আইনের প্রতিবাদে গত বছর এনডিএ জোট ছেড়েছিল অকালি দল।

নর্দমার নোংরা জল উপচে পড়ছে এলাকা, কাঁকসায় উন্নয়নে দ্বিচারিতার অভিযোগ বিজেপির

দুর্গাপুর, ২০ জুলাই (হি. স.) সংস্কার নেই। নর্দমার নোংরা জল উপচে পড়ছে। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। মশা-মাছির আতুড়ঘরে পরিনত হয়েছে। নোংরা জলে ওষ্ঠাগত প্রাণ বাসিন্দাদের। ঘটনার প্রতিবাদে নেমেছে বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ায় পঞ্চায়েতের উন্নয়নে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এমনই ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসা পঞ্চায়েতের ১৫ নং সংসদ অফিসপাড়া এলাকায়। প্রসঙ্গত, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাঁকসা পঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করলেও বেশ কয়েকটি আসন বিজেপির ও সিপিএম জয়ী হয়। কাঁকসার পানাগড় বাজার এলাকায় বিজেপির প্রভাবও ভালো। এমনকি গত বিধানসভা নির্বাচনে পানাগড় বাজারের বেশকিছু সংসদে বিজেপি ভালো ভোট পেয়েছে। অভিযোগ বিজেপি যে সমস্ত সংসদে ভালো ভোট পেয়েছে, ওই এলাকায় উন্নয়নে দ্বিচারিতা করছে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড। এমনই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে বিজেপি। অভিযোগে জানা গেছে, কাঁকসা পঞ্চায়েতের ১৫ নং সংসদ অফিস পাড়া এলাকা। গত কয়েকমাস ধরে নর্দমার জমা জলে নাকাল এলাকাবাসী।

বাসিন্দারা জানান,' সংস্কার হয়নি নিকাশী নালা। আবর্জনা নোংরায় মজে গেছে। নিকাশী মুখ থুবড়ে পড়েছে। বর্ষার জলে উপচে পড়ছে নর্দমার নোংরা জল। আশপাশের বাসিন্দাদের বাড়ীতে ঢুকছে। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। মশা-মাছির আতুড়ঘরে পরিনত হয়েছে।' ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা জানান,' বহুবার আবেদন করা হয়েছে। পরিস্কার হয় না নিকাশী। তার ফলে নোংরা জলে ওষ্ঠাগত প্রাণ বাসিন্দাদের।'

স্থানীয় বিজেপি নেতা রমন শর্মা বলেন,' ওই এলাকাটি বিজেপির ভোট বেশী। গত লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে ওই এলাকার মানুষ বিজেপিকে দু-হাত তুলে সমর্থন করেছে। যে এলাকায় বিজেপি ভালো ভোট পেয়েছে, সেখানেই তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত বোর্ড উন্নয়নে দ্বিচারিতা করছে। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। বিডিওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।' জানা গেছে, গত ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭৭০ ভোট পেয়েছে ওই সংসদে। সিপিএম পেয়েছে ৫১ ভোট ও তৃণমূল পেয়েছে ৯৮ ভোট। আবার গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৫৯৬ ভোট পেয়েছে, তৃণমূল ২৯৪ ভোট ও সিপিএম ৬৭ ভোট পেয়েছে। স্থানীয় সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য হরজিত সিং (নিকি) জানান,' নিজের উদ্যোগে কয়েকবার পরিস্কার করিয়েছিলাম। ১০০ দিনের কাজে সংস্কার করার প্রস্তাব পঞ্চায়েতে দিয়েছি।' তৃণমূলের কাঁকসা ব্লক সভাপতি দেবদাস বক্সী জানান,' বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। অপরিকল্পিত ভাবে বাড়ি নির্মানে নিকাশী বেহাল হয়ে পড়েছে। মানুষ সচেতন নয়। নিকাশীর মধ্যে নোংরা আবর্জনা ফেলায় মজে যাচ্ছে। তবে পরিস্কার করানো হয়।' কাঁকসা পঞ্চায়েত প্রধান শুক্লা সিং জানান,' মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। এনআরইজিএসে পাকা নিকাশী সংস্কারের কাজ বন্ধ। মাটির নালা পরিস্কারকাজ চলছে। তবুও নিজস্বফান্ড থেকে বেশ কয়েকবার পরিস্কার করা হয়েছে। ১৫ দিন আগেই ওই এলাকার নিকাশী পরিস্কার করা হয়েছে।'

সাংবাদিকের ফোনে নজরদারি চালিয়েছে পেগাসাস, তদন্ত শুরু হচ্ছে ফ্রান্সে

প্যারিস, ২০ জুলাই (হি.স.) : পেগাসাস-কাণ্ড নিয়ে সরগরম ফ্রান্সও।ইজরায়েলি ম্যালওয়ার পেগাসাসের মাধ্যমে বিভিন্ন ফরাসি সাংবাদিকের ফোনে নজরদারি চালিয়েছে মরক্কোর গোয়েন্দা সংস্থা। ফরাসি সাংবাদিকদের ফোনে আড়িপাতা নিয়ে বিশেষ তদন্ত শুরু হচ্ছে ফ্রান্সে। ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত পরিসরে অবৈধ প্রবেশ, ফোনে আড়ি পাতা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রর মতো ১০টি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করার কথা জানানো হয়েছে।

সোমবার পেগাসাস-কাণ্ড নিয়ে মিডিয়াপার্ট নামে একটি সংস্থা অভিযোগ দায়ের করে। পাশাপাশি, তদন্তমূলক পত্রিকা লা কানরাডও একটি পৃথক অভিযোগ দায়ের করতে চলেছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে মরক্কোর তরফ থেকে। পাল্টা মিডিয়াপার্ট জানিয়েছে, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এডউই প্লেনেল ও প্রতিষ্ঠানের একাধিক সাংবাদিকের ফোনে আড়ি পাতা হয়েছে।

এনএসও গ্রুপের তৈরি ম্যালওয়ার ব্যবহার করে কী ভাবে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মানুষের ফোনে নজরদারি চলেছে, তা নিয়ে বিস্তারিত খবর প্রকাশ করেছে একাধিক সংস্থা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, দ্য গার্ডিয়ান-সহ একাধিক সংবাদমাধ্যম ৫০ হাজার ফোন নম্বরের একটি তালিকার কথা বলেছে। সেই তালিকায় ফরাসি সাংবাদিকরাও রয়েছেন। আর তাঁদের অভিযোগ, মরক্কোর গোয়েন্দা সংস্থা তাঁদের ফোনে আড়ি পেতেছে। যদিও মরক্কোর তরফ থেকে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে, কোথাও কারও ব্যক্তিগত পরিসরের খবর নিতে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়নি। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বাগদাদে ঈদ বাজারে আত্মঘাতী হামলায় নিহত ৩৫, অন্তত ৬০ জন আহত

বাগদাদ, ২০ জুলাই (হি.স.) : ইদের আনন্দ বদলে গেল স্বজন হারানোর শোকে। ইরাকের রাজধানী বাগদাদের একটি ব্যস্ত বাজারে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ৩৫ জন নিহত হয়েছেন।ওই হামলায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৬০ জন। বিবিসি সূত্রে খবর, বাগদাদের সদর সিটি বাজারে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট।

ইরাকের সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাগদাদের সাদর শহরের ওয়াহিইলাত বাজারে সোমবার এই হামলার ঘটনা ঘটে। হতাহতরা সবাই আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে ওই বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন। সে সময় বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এলাকা। আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ৩৫ জন নিহত হয়েছেন।ওই হামলায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৬০ জন। ঘটনায় আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হতাহতের মধ্যে নারী আর শিশুও রয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে আগুন ধরে গেছে।

স্থানীয়ভাবে তৈরি আইইডি বোমা দিয়ে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট।জেহাদি সংগঠনটির নিজস্ব টেলিগ্রাম চ্যানেলে পোস্ট করা একটি বার্তায় সংগঠনটি জানিয়েছে, , ভিড়ে ঠাসা বাজারে গায়ে বিস্ফোরক বোঝাই জামা পরে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে তাদের এক স্বদস্য।

এই ঘটনার পর জরুরি বৈঠকে বসেছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুস্তফা আল-খাদিমি। নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন ইরাকের প্রেসিডেন্ট বারহাম সালিহ। সন্ত্রাসবাদের নাশ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে বলেও হুমকি দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, ইরাকে লাগাতার শিয়া মুসলিমদের উপর হামলা চালাচ্ছে ইসলামিক স্টেট। গত এপ্রিল মাসেও সদর সিটিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল আইএস। ওই হামলায় প্রাণ হরিয়েছিলেন ২০ জন নিরীহ মানুষ। অতীতে বহুবার শিয়া সম্প্রদায়ের উপর হামলা চাইলয়েছে সুন্নি জঙ্গি সংগঠনটি।

তমলুক থানায় একডজন মামলা দায়ের শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে

তমলুক, ২০ জুলাই (হি. স.) : স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার একডজন মামলা দায়ের করা হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। প্রতিটি মামলাই দায়ের হয়েছে তমলুক থানায়।

নিমতৌড়িতে সভা করে সোমবারই জেলার পুলিশ সুপারকে বেনজির হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এক ডজন স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। করোনাকালে সরকারি নিয়ম লঙ্ঘন করে জমায়েত করা-সহ একাধিক কারণে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। তমলুক থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এই মামলা করেছে। এফআইআরে শুভেন্দু ছাড়াও নাম রয়েছে একাধিক বিজেপি বিধায়ক এবং নেতাদের। ময়নার বিধায়ক অশোক দিন্ডা, ভগবানপুরের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ মাইতি, খেজুরির বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক, দক্ষিণ কাঁথির বিধায়ক অরূপ কান্তি দাস এবং হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের নাম রয়েছে এই এফআইআর-এ।

ভোটের ফল প্রকাশের পর বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো থেকে একাধিক অভিযোগে সোমবার তমলুকে জেলা পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করে বিজেপি। জেলার বিজেপি বিধায়ক ছাড়াও সেই সভায় হাজির ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। সেই সমাবেশ থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পুলিশ সুপার অমরনাথকে কাশ্মীরে বদলির হুমকি দেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারীকে বলতে শোনা যায়, "এখানে একটা বাচ্চা ছেলে এসপি এসেছে। মিস্টার অমরনাথ কে। কী করছেন, প্রত্যেকদিন কাকে কাকে ডাকছেন, সব আমি জানি। আমি অনেক পুরনো খেলোয়াড়। আপনাদের শুধু বলে গেলাম, আপনি সেন্ট্রাল ক্যাডারের অফিসার। এমন কাজ করবেন না যাতে কাশ্মীরের অনন্তনাগে ডিউটি করতে হয়। প্রত্যেকটা ফোন, কল রেকর্ড আমাদের কাছে আছে। আপনাদের হাতে যদি রাজ্যের সরকার থাকে তবে আমাদের কাছেও কেন্দ্রের সরকার আছে। নরেন্দ্র মোদী কাশ্মীরকে সিধে করেছেন।'' পুলিশ সূত্রে দাবি, বেআইনি জমায়েত, সরকারি কাজে বাধাদান, পুলিশের ফোনে আড়ি পাতা, পুলিশকে হুমকি দেওয়া, ষড়যন্ত্র-সহ একাধিক অভিযোগে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০ টির বেশি ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বারুইপুরে নির্মীয়মাণ টেলি একাডেমিতে রাজ্যের তিন মন্ত্রীর সামনে বিক্ষোভ স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের

বারুইপুর ২০ জুলাই (হি.স.) : মঙ্গলবার রাজ্যের তিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও ইন্দ্রনীল সেন একটি জরুরী বৈঠকে আসেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের টংতলায় নির্মীয়মাণ টেলি একাডেমিতে। মন্ত্রীরা যখন ভিতরে বৈঠক করছেন, ঠিক তখন বাইরে একদল তৃণমূল কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এলাকায় নিকাশিনালার সমস্যার কারণে বাড়িঘর জলমগ্ন, জমা জলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে প্রতিদিন মূলত এই দাবিতেই চলে বিক্ষোভ। এছাড়া স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার স্পীকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে এদিনের বৈঠকে ডাকা হয়নি বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকার তৃণমূল কর্মীরা।

মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ রাজ্যের তিন মন্ত্রী বারুইপুরের টংতলায় আসেন টেলি একাডেমির কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে। সেখানে কেএমডিএর আধিকারিক, নির্মাণকারী সংস্থা ও আর্টিস্ট ফোরামের অধিকর্তাদের সাথে নিয়ে বৈঠক করেন তাঁরা। তাঁরা যখন বৈঠক করছিলেন, ঠিক তখন স্থানীয় কল্যানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কর্মীরা সেখানে এসে মেন গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি এই টেলি একাডেমির কারণে এলাকার নিকাশিনালাগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকছে মানুষের বাড়ি ঘরে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত নিকাশিনালার সংস্কার করতে হবে। পাশাপাশি, এদিনের বৈঠকে কেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হয়নি তা নিয়েও বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। পড়ে বৈঠক শেষে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। কিন্তু বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় কেন এদিনের বৈঠকে ছিলেন না সে সম্পর্কে কোনরকম মুখ খোলেন নি তিনি। এ বিষয়ে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও কিছু বলতে চাননি। হিন্দুস্থান সমাচার

২১ জুলাইয়ের স্মরণে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সহযোগে সাজানো হল ট্রাম

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি. স.): আর মাত্র অপেক্ষা অল্প কিছু সময়ের। কারণ রাত পোহালেই ২১ জুলাই। প্রতি বছরই ২১ জুলাই দিনটি উদযাপন করে তৃণমূল। এই বছর ও তার ব্যতিক্রম নেই। আর তাই ২১ জুলাইয়ের স্মরণে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সহযোগে মঙ্গলবার সাজানো হল ট্রাম।

হাতে আর মাত্র অল্প সময়। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের তরফে তাই শুরু হয়ে গিয়েছে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি। করোনা আবহে চলতি ২১ জুলাই পালন হবে ভার্চুয়ালি। একুশে জুলাই পালনের আগের দিন অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগানো ট্রাম যাত্রার সূচনা করলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। নোনাপুকুর ট্রাম ডিপো থেকে উদ্বোধন করা হয় এই ট্রাম যাত্রার। ট্রাম জুড়ে রয়েছে ২১ জুলাই নিয়ে নানা ছবির কোলাজও।

ট্রাম উদ্বোধনের পর এই প্রসঙ্গে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বলেন, """মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আন্দোলন করেছিলেন সেটা সকলের জন্যে। সাধারণ মানুষের পাশে থাকার কথা বলে তিনি আন্দোলন করেছিলেন। তার প্রতি অত্যাচার হলেও তিনি লড়াইয়ের মঞ্চ ছেড়ে যাননি। এখনকার যুব সমাজের প্রতিনিধিদের সেটা বুঝতে হবে ও মেনে চলতে হবে""".

পুরুলিয়ায় সরোবর থেকে উদ্ধার সিআইএসএফ জওয়ানের দেহ, আটক ২ বন্ধু

পুরুলিয়া, ২০ জুলাই (হি.স.) : পুরুলিয়ায় রাতভর বন্ধুর জন্মদিনের পার্টির পর নিখোঁজ সিআইএসএফ জওয়ানের দেহ উদ্ধার। জেলার প্রস্তাবিত জাতীয় সরোবর সাহেব বাঁধে ছ'ঘণ্টার বেশি সময় তল্লাশির পর মঙ্গলবার দুপুরে সুমন মুখোপাধ্যায় (২৭) নামে ওই জওয়ানের দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় ওই সিআইএসএফ জওয়ানের দুই বন্ধুকে আটক করেছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মৃত জওয়ানের বাড়ি পুরুলিয়ার পুর শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের হুচুক পাড়ায়। মঙ্গলবার সাতসকালে ওই জওয়ানের নিখোঁজ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। ভরা বর্ষায় টইটুম্বুর সাহেব বাঁধে ওই জওয়ানের খোঁজ চালায় পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ। কিন্তু খোঁজ মেলেনি। পরে বেলার দিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দল উদ্ধারকাজে হাত দেয়। ছ'ঘণ্টার বেশি সময় তল্লাশির পর বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ওই জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় সাহেব বাঁধ এলাকায় ভিড় উপচে পড়ে। ওই সিআইএসএফ জওয়ানের দুই বন্ধুকে আটক করেছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ জানিয়েছে, সুমন নামে ওই সিআইএসএফ জওয়ান উত্তরাখণ্ডে কর্মরত ছিলেন। কর্মস্থল থেকে ছুটি পেয়ে গত ১৭ জুলাই তিনি পুরুলিয়া শহরে তাঁর বাড়িতে আসেন। পুলিশ ওই জওয়ানের যে দুই বন্ধুকে আটক করেছে তার মধ্যে একজনের বাড়ি সাহেব বাঁধের পাশেই শহরের নর্থলেক রোড এলাকায়। আরেকজন থাকেন নিমটাড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্ধুর জন্মদিন পালন করতে সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হন সুমন। তবে বন্ধুর জন্মদিনের পার্টি কোথায় ছিল তা এখনও কিছু জানাতে পারেনি পুলিশ। জানা গিয়েছে, রাতভর পার্টি সেরে ভোররাতে তিন বন্ধু এই সাহেব বাঁধের পাড়ে ছিলেন বলে খবর। সেই সময় কোনও কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে সবকিছু খতিয়ে দেখছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত, পুরুলিয়ার সাহেব বাঁধ একটি টুরিস্ট স্পট। বর্তমানে পুরুলিয়া পুরসভার তত্ত্বাবধানেই জলাশয় রয়েছে। এদিন উদ্ধারকাজে তদারকি করতে সাহেব বাঁধে যান পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল থেকে ঘটনাস্থলে ছিলেন পুরুলিয়া পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর বিভাসরঞ্জন দাস। এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা সাহেব বাঁধকে ঘিরে নজরদারির ব্যবস্থার দাবি জানান।

দৈনিক-সংক্রমণ কমে ৩০,০৯৩ জন ভারতে ৪১.১৮-কোটির বেশি টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কখনও কমছে, কখনও আবার বাড়ছে! দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে কোভিডে মৃত্যু ও সংক্রমণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০,০৯৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৭৪ জনের, সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়েই আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই কম। সোমবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪৫, ২৫৪ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৩২ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,০৬,১৩০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১৫,৫৩৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০,০৯৩ জন, সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটা কমে ৪,০৬,১৩০-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৫,৫৩৫ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.৩৫ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভারতে ৪১.১৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪১,১৮,৪৬,৪০১ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে মাত্র ৫২,৬৭,৩০৯ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৭৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,১৪,৪৮২ জন (১.৩৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭,৯২,৩৩৬। নতুন করে ৩০,০৯৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,১১,৭৪,৩২২।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৫,২৫৪ হাজার জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,০৩,৫৩,৭১০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৩২ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪১ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪০১ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৪৪.৭৩-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৭, ৯২,৩৩৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৪,৭৩,৪১,১৩৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৯২,৩৩৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ০৯৩ জন।

ভারতে ফের অনেকটাই কমে গেল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৫,৫৩৫ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪, ০৬,১৩০ জন (১.৩৫ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৫,২৫৪ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৪,১৪,৪৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৭৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,০৩,৫৩,৭১০ জন (৯৭.৩২ শতাংশ)।

কোনও রাজ্য অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুর কথা জানায়নি সংসদে দাবি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি.স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় অক্সিজেনের অভাবেকারও কোনও মৃত্যুর খবর কেন্দ্রের কাছে নেই। মঙ্গলবার কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপালের প্রশ্নের উত্তরে এ কথা জানাল কেন্দ্র। পাশাপাশি, জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্বাস্থ্য রাজ্যের বিষয়। কোভিডে মৃত্যুর বিষয়টি রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে জানায়। কোনও রাজ্য থেকেই অক্সিজেনের অভাবে কোনও মৃত্যুর খবর কেন্দ্রের কাছে আসেনি।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় একাধিক রাজ্যে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুর খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের বক্তব্য, খাতায় কলমে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুর কথা জানায়নি। তবে কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় অক্সিজেনের চাহিদা বিপুল বেড়ে গিয়েছিল। করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময় অক্সিজেনের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৩ হাজার ৯৫ মেট্রিক টন, কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় সেই চাহিদা বেড়ে হয় ৯ হাজার মেট্রিক টন।

এবিষয়ে আজ রাজ্যসভায় স্বাস্থ্যপ্রতিমন্ত্রী ভারতী প্রবীণ পাওয়ার বলেন যে করোনায় মৃত্যু লুকোবার কোনও খবর নেই। তবে কিছু কিছু রাজ্য এখন নতুন করে কিছু মৃত্যুকে করোনা তালিকাভুক্ত করছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন স্বাস্থ্য যেহেতু রাজ্যের বিষয়, তাই তারাই মোট কেস ও মৃত্যুর সংখ্যা কেন্দ্রকে জানায়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে অক্সিজেনের অভাবে রোগী মৃত্যুর কথা আলাদা ভাবে রাজ্যগুলি জানায়নি কেন্দ্রকে।

অন্যদিকে, হরদীপ পুরী বলেন যে তাঁর মনে হচ্ছে বিরোধীরা ভুলে যাচ্ছেন যে এখানে শত্রু ভাইরাস, সরকারপক্ষ নয়। করোনা রোধে সরকার কোনও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়নি, সেই অভিযোগও তিনি খণ্ডন করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যে চালু রয়েছে নেইবারহুড ক্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্কুলগুলিতে পঠন পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। এই অবস্থায় শিক্ষা দপ্তর সম্প্রতি নেইবারহুড ক্লাসের উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাজ্যের আট জেলাতেই নেইবারহুড ক্লাস হয়েছে। রিপোর্ট মোতাবেক জানা গিয়েছে। মোট ৪ লক্ষ ৫৭৫ জন এনরোলমেন্ট করেছিল। এর মধ্যে ৩৫ হাজার ৮৯৭ জন ছাত্রছাত্রী নেইবারহুড ক্লাসে অংশ নিয়েছে। শতাংশের হিসেবে মাত্র ৮.৯৬। সর্বাধিক এনরোলমেন্ট হয়েছে পশ্চিম জেলায়। এই জেলায় মোট ৬৯১০২ জন ছাত্রছাত্রী এনরোলমেন্ট করেছিল। তাতে দেখা গিয়েছে নেইবারহুড ক্লাসে অংশ নিয়েছে ২ হাজার ৩৯ জন। অন্যদিকে, সিপাহীজলা জেলায় ৬১ হাজার ৫৯২ জন এনরোলমেন্ট করেছিল এবং অংশ নিয়েছে ১৫ হাজার ৩৪৮ জন।

কদমতলায়

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গের পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃত আব্দুল নুরের মেয়ে করিমুন নেছা মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক কাজ সারতে ঘরের পাশের বাথরুমে যায়।তখন আচমকা বাথরুমের এক পাশে থাকা উঁচু টিলার মাটি ধ্বসে পড়ে।মাটির চাপায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার।তখন পরিবারের লোকজন সহ এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে মাটির নিচ থেকে করিমুন নেছাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় প্রেমতলা দমকল অফিসে। তড়িঘড়ি দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে করিমুনকে উদ্ধার করে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তারপর মৃতার পরিবারের লোকজন ময়নাতদন্তের প্রয়োজন নেই বলে আবেদন করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেন। এদিকে এলাকাবাসী জানান, কিছু দিন যাবৎ উত্তর জেলা জুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এমনকি গতকাল রাতেও মুসল ধারে বৃষ্টি হয়। সাত সকালে প্রাকৃতিক কাজ সারতে গেলে বৃষ্টির জলে গলে যাওয়া টিলার মাটি ধ্বসে পড়ে করিমুন নেছার উপর। মাটি ধসেপড়লে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।এই আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা কালাগাঙ্গের পাড় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থায় অবনতি, পর্যবেক্ষণে রয়েছেন চিকিৎসকদের

লখনউ, ২০ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থায় অবনতি, স্থিতিশীল নন তিনি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছে রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপালের। মঙ্গলবার লখনউয়ের পিজিআই হাসপাতালের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল নয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের টিম তাঁর ক্লিনিকাল প্যারামিটারগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। শ্বাসকষ্টের সমস্যার কারণে তাঁকে নন-ইনভেনসিভ ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে।

সংক্রমণ ও চেতনা হারানোর কারণে গত ৪ জুলাই সন্ধ্যা থেকে লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এ চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৮৯ বছর বয়সী কল্যাণ সিং। সর্বদা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাঃ আর কে ধীমান। কিছুদিন আগে পর্যন্ত স্থিতিশীল ছিলেন কল্যাণ সিং, কিন্তু মঙ্গলবার হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হল, কল্যাণ সিং স্থিতিশীল নন।

দুঃস্থ পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষক সংঘের উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সহয়োগিতায় আজ রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকার দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাধাকিশোরপুর বিধানসভার বিভিন্ন স্থান বিশেষত খিলপাড়া ও পশ্চিম খিলপাড়া , সুখসাগর জলার পাড়ে অবস্থিত জলমগ্ন বাড়ির দু:স্থ শিক্ষার্থীদের জন্য বই সহ শিক্ষণ সামগ্রী নৌকা দিয়ে পার হয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। বই, খাতা ,কাগজ কলম সহ শিক্ষণ সামগ্রী বিতরন করা হয়। আজকের এই কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেন বিজেপি গোমতি জেলা অফিস সম্পাদক ত্রিদিব দাস, জেলা কমিটির সদস্য তথা এডভোকেট কোন্তল দাস,মন্ডল সাধারন সম্পাদক ঝুটন দাস, শক্তি ইনচার্জ কুলক চক্রবর্তী, জেলা সংখ্যা লঘু মোর্চার সদস্য সাহাবুল হোসেন সহ বুথের অন্যান্য কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

মেট্রিক পরীক্ষার্থীদের বিকল্প মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত দুর্নীতির ঘটনায় উদ্বিগ্ন এআইডিএসও

গুয়াহাটি, ২০ জুলাই (হি.স.) : মেট্রিক পরীক্ষার্থীদের বিকল্প মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত ব্যাপক দুর্নীতির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছ বামপন্থী সংগঠন এআইডিএসও-এর রাজ্য কমিটি। মেট্রিক পরীক্ষার্থীদের বিকল্প মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে দুর্নীতিপরায়ন আধিকারিক, কর্মচারীরা অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ করানো এবং অধিক নম্বর প্রদানের মতো নিকৃষ্ট কাণ্ড ঘটানোয় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র অসম রাজ্য কমিটি। কমিটির পক্ষ থেকে হেমন্ত পেগু, হিল্লোল ভট্টাচার্যরা জানান, সরকারের অদূরদর্শিতার ফলে সময়মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং বর্তমান জটিল কোভিড পরিস্থিতিতে মেট্রিক ও হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার্থীদের বিশেষ বিকল্প মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। বিকল্প মূল্যায়নের ফলাফলকে নিয়ে শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণ, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকরা গভীর উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। সরকারের দায়িত্ব ছিল, নিশ্ছিদ্র কঠোর ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত ফলাফল সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কিন্তু ইতিমধ্যে কামরূপ জেলার স্কুল পরিদর্শকের কার্যালয়ে সংগঠিত দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসায় ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যা রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে জনসম্মুখে নিয়ে এসেছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্ভুল ও দুর্নীতিমুক্ত মূল্যায়নে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সম্প্রতি সংঘটিত দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার দাবি জানিয়েছে বামপন্থী সংগঠন এআইডিএসও। এছাড়া এ ধরনের কাণ্ডের প্রধান উৎস অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতে যাতে এ সব আর সংগঠিত না হয় তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে দাবি জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে নিযুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের স্ববিরোধী আচরণে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এআইডিএসও বলেছে, রাজ্যের ২০ লক্ষাধিক পঞ্জিকৃত বেকার যুবক-যুবতীর মধ্যে সরকার শুধু এক লক্ষ বেকারের নিযুক্তি প্রদানের ঘোষণা করে প্রশংসা কুড়াতে চাইছে। অথচ রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কলেজের অধ্যক্ষ, সহকারী অধ্যাপক অন্যান্য কর্মচারীর শূন্য পদ পূরণের প্রশ্নে নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করতে এবং ইতিমধ্যে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সাক্ষাৎকার বন্ধ রাখতে কলেজগুলিতে জরুরি নির্দেশ জারি করেছে। এই নির্দেশে স্পষ্ট হয়েছে যে শিক্ষকের অভাবে কলেজের পঠন- পাঠনে যে গভীর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধান করা ও শিক্ষিত বেকারের কর্মসংসান প্রদানে সরকার আন্তরিক নয়।

সংগঠনের পক্ষে আশংকা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করার এই পদক্ষেপে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাণিজ্যকরণের পথ প্রশস্ত করবে এবং এভাবে সরকার উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে। অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র অসম রাজ্য কমিটি সরকারের এই শিক্ষা বিরোধী নির্দেশ বাতিল করতে দাবি জানানোর পাশাপাশি কলেজগুলির শূণ্য পদ অবিলম্বে পূরণ করতে দাবি জানিয়েছে।

রাজ্যে চলতি

● প্রথম পাতার পর

তিনি আরও বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছর চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এনএসডিসি থেকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ওই যোজনার অধীনে ১৯০ জন যুবকদেরকে গ্রামীণ রাজমিস্ত্রী হিসাবে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রশিক্ষিত যুবকদের শংসাপত্রও প্রদান করা হয়েছে।

তিনজন

● প্রথম পাতার পর

বহিঃ রাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু রাজ্যের এক যুবক এবং আহত এক। মৃত যুবকের নাম আব্দুল আজিজ (৩২) এবং আহত যুবক মোহম্মদ ছফরুল (২০)। শিলচর থেকে নিজ ঘরে ঈদ পালনের জন্য বাইক নিয়ে আসার পথে বদরপুরের কুনাপাড়া এলাকার জাতীয় সড়কের উপর ঘটে এই দুর্ঘটনা।সাথে আহত স্থানীয় এলাকার আনছার আলী(৬৫) নামের এক পথচারী। বর্তমানে তিনি করিমগঞ্জ জেলা হাসপাতাল চিকিৎসাধীন।সাথে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর করিমগঞ্জ জেলা হাসপাতাল থেকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবং আহত অপর যুবক আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলচর হাসপাতাল চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,আজ সকাল প্রায় আটটা নাগাদ পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের বদরপুর থানাধীন কুনাপাড়া এলাকায় ঘটে এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা।সানীয় আনছার আলী নামের এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সজোরে ধাক্কা মারে একটি বাইক।আর তাতে ৬ নং শিলচর বদরপুর সড়কের উপর ছিটকে পড়েন পথচারী। অপরদিকে বাইকে থাকা চালক ও আরোহী ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দুইশো মিটার দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েন।আর তাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালকের।মৃত বাইক চালক উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন চুরাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা আব্দুল আজিজ।সাথে থাকা বাইক আরোহী চুরাইবাড়ি এলাকার মোহাম্মদ ছফরুল গুরুতর ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় সানীয় বদরপুর থানায়। বদরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে গুরুতর ভাবে আহত রক্তালুপ্ত অবস্থায় বাইক আরোহী মোহাম্মদ ছফরুল ও পথচারী আনছার আলীকে করিমগঞ্জ জেলা হাসপাতাল নিয়ে যায় এবং বাইক চালক আব্দুল আজিজের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য করিমগঞ্জ জেলা আদালতের মর্গে পাঠিয়ে দেয়।সাথে বদরপুর থানার পুলিশ একটি পথ দূর্ঘটনার মামলা হাতে নিয়ে অভিশপ্ত বাইকটি তাদের হেফাজতে নিয়েছে। এদিকে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করে বাইক আরোহী মোহাম্মদ ছফরুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর হাসপাতালে রেফার করলে বর্তমানে সে শিলচর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তাছাড়া জেলা হাসপাতালে পথচারী ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে।

অপরদিকে বদরপুর পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়,মৃত বাইক চালক আব্দুল আজিজ ও বাইক আরোহী মোহাম্মদ ছফরুল অসমের শিলচরে দিন মজুরের কাজ করতো। আগামীকাল ইদ পালনের উদ্দেশ্যে কর্মস্থল থেকে বাইকে করে চুরাইবাড়ি আসার সময় মাঝ পথেই ঘটে এই ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা।তবে প্রবিত্র ঈদের আগের দিনে অভিশপ্ত পথ দূর্ঘটনায় দুটি পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসলো।এ জীবনে আজিজের ঈদের আনন্দ উপভোগ করার সৌভাগ্য টুকু আর হয়ে উঠলো না।

মেলাঘরের জীবতলী এলাকায় বাইক ও বাই সাইকেলের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছে এক যুবক। আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত যুবকের নাম সুকান্ত দাস। রাজ্যে থেমে নেই দূর্ঘটনা।প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ঘটে চলছে পথ দুর্ঘটনা।যার কারনে অকালেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পরছে বহু জীবন।এমনই এক দূর্ঘটনার কবলে পড়তে হলো এক বাই সাইকেল আরোহীকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার রাএ আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ মেলাঘর জিপতলী এলাকার বাসিন্দা সুকান্ত দাস বাই সাইকেলে করে বৈরাগী বাজারে যাওয়ার পথে বরুয়া চৌমুহনী এলাকায় আসতেই অপর দিক থেকে আসাটট্র০৭ঙ্গ৮১৭৭ নম্বরের একটি মোটর সাইকেল সুকান্তকে সজোরে ধাক্কা দেয়।তাতে সুকান্ত রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায় এবং ঘোরতর ভাবে আহত হয়। মেলাঘর অগ্নিনার্বাপক দপ্তরের কর্মীরা খবর পেলে তাকে তড়িঘরি ঘটনাস্থল থেকেে উদ্ধার করের মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মেলাঘর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে বাইক চালক এর অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

সম্পাদক নিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

সাধারণ সম্পাদক সংগঠন ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গেও তিনি সংগঠনের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তিনি এবিভিপি-র রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ২০১৮ থেকে ২০২১ তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ বিজেপি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন। সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে বিজেপি ৫৪টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসনে জয়ী হয়েছেন। ইতিপূর্বে লোকসভা নির্বাচনেও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির দারুন ফলাফলের পেছনে কিশোর বর্মণের যথেষ্ঠ অবদান ছিল, এমনটাই দলীয় নেতৃত্ব মনে করেন। তাই, তাঁকে এখন ত্রিপুরার দায়িত্বে পাঠিয়েছেন দলের সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। দলীয় সুত্রে খবর, কিশোর বর্মণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের খুবই ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।

আজ বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডা: মানিক সাহা বলেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে আলোচনাক্রমে কিশোর বর্মনকে ত্রিপুরায় দলের প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। তাই, তাঁকে বুথ স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, বুথ গুলিকে আরও সক্রিয় করা, প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত পৌছে দেওয়া এবং সামগ্রিক বিষয়ে রিপোর্টিং-র দায়িত্ব এখন থেকে তাঁকেই পালন করতে হবে।

এদিন কিশোর বর্মণ বলেন, ১৪ বছর পর ত্রিপুরায় ফিরে এসে আমি খুবই খুশি। তাঁর কথায়, নতুন দায়িত্ব, সাথে নতুন চ্যালেঞ্জ ঘরে ফেরার আনন্দকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন কাজ অনেক সহজ হবে। কারণ, নিজের জায়গায় অভিভাবকদের সাথে কাজ করার আনন্দই আলাদা। তিনি বলেন, আজ প্রদেশ সভাপতি আমার সবচেয়ে প্রিয় কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁর দাবি, বুথ স্তরে কাজ করতেই সবথেকে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তাই, বুথকে শক্তিশালী করার দায়িত্বই আমাকে দেওয়া হয়েছে। তিনি ওই দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ টুইট বার্তায় বলেন, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্তির জন্য কিশোর বর্মণ অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর নিষ্ঠা এবং কাজের প্রতি দৃঢ় মানসিকতা দলকে আরও অনেক শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে। রাজ্যের ৩৭ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সূত্রের খবর, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পূর্বে কিশোর বর্মণ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় সম্পাদক পদে তিনবার মনোনিত হয়েছেন। দীর্ঘ সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গে কাটিয়েছেন। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াইতেও তাঁর অংশিদারিত্ব রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, ত্রিপুরায় দলের নতুন মুখ হিসেবে কিশোর বর্মণ খুব শীগ্রই উঠে আসবেন বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ত্রিপুরায় বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নেবে বলে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের মতে, কিশোর বর্মনের ত্রিপুরায় প্রবেশ অনেকটা বিপ্লব দেবের কায়দায় হয়েছে। ২০১৫ সালে এমনিভাবেই উদয়পুরের ছেলে দিল্লি থেকে ত্রিপুরায় এসে বিজেপির হাল ধরেছিলেন। আজ ত্রিপুরায় বিজেপি শাসকের চেয়ারে বসেও নানাভাবে বিধ্বস্ত হয়ে রয়েছে। অন্তত, দলের ড্যামেজ কন্টোলে কিশোর বর্মণ নির্ণায়কের ভূমিকা নেবে, তা মনে করা ভুল হবে না। কারণ, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চলেছে বিজেপি।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

চাইছে বনদপ্তর এ ধরনের অভিযান প্রতিনিয়ত জারি রাখুক।মঙ্গলবার বিশালগড় মধ্য লক্ষীবিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০ লাখ টাকার জিনিস হবে বলে জানান বনদপ্তর এর তরফ থেকে।

স্বামী

● প্রথম পাতার পব

দমকল অফিসে ফোন করে তাদের সহযোগে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় পম্পি শর্মাকে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থা গুরুতর দেখে জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।পরবর্তীতে জেলা হাসপাতাল থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলচর রেফার করলে অর্থের অভাবে বহিঃ রাজ্যে নিয়ে যেতে পারেনি পম্পির আত্মীয় পরিজনরা। শেষমেশ আগরতলা জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেলে বর্তমানে সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় পম্পি চিকিৎসাধীন।জানা গেছে সকাল থেকে সংবাদ লেখা পর্যন্ত পম্পির জ্ঞান ফিরে আসেনি।

এদিকে কদমতলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন ,তার মাথায় ভারি রড দিয়ে গুরুতর ভাবে আঘাত করার ফলে মাথার অধিকাংশ জায়গায় ফেঁটে গিয়েছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান চিকিৎসক।

অপরদিকে স্ত্রীকে প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে স্বামী গুরু প্রসাদ শর্মা বাড়ির সামনের নিজ দোকান ঘরে ফাঁসি লেগে আত্মহত্যা করে।মৃত গুরু প্রসাদ শর্মার ছেলে বাবার নড়াচড়া না পেয়ে দোকান ঘরে গিয়ে দেখতে পায় গলায় গামছা বেদে ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছে তার বাবা।তখন ছেলে চিৎকার চেচামেচি শুরু করলে ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন। খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়।থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। তারপর ময়নাতদন্তের পর গুরু প্রসাদ শর্মার মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেয় কদমতলা থানার পুলিশ।

পাশাপাশি বাবা ফাঁসি লেগে আত্মহত্যা ও মা গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন হওয়াতে নাবালক শিশু দুটি অসহায় হয়ে পড়েছে।পাশাপাশি এলাকা জুড়ে জুড়ালো দাবি উঠছে, এই ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করুক পুলিশ প্রশাসন।তবে কাকভোরে একটি তরতাজা প্রাণ চলে যাওয়াতে গোটা দক্ষিণ কদমতলা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রতিমা বিসর্জনে

● প্রথম পাতার পর

অনির্বাণের নিথর দেহ তেলিয়ামুড়া দশমিঘাট এলাকায়। পরে তেলিয়ামুড়া দমকলকর্মীরা নিথর দেহ নিয়ে যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে অনির্বানের নিথর দেহের হদিস মেলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সন্তান হারা মায়ের কান্নায় এবং পরিবার-পরিজনসহ এলাকাবাসীদের চোখের জলে এলাকার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

জনতার

● প্রথম পাতার পর

কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠে এলাকার মহিলারা হাতে হাত ধরে সড়ক অবরোধ করেন তাদের দাবি গুলি দ্রুত সমাধান করার জন্য। অবরোধের ফলে অবরোধ ফলের দু”পাশে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে দুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে।অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সুনিদৃষ্ট প্রতিশ্রুতি ভিত্তিতে আপাতত তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। দাবি পূরণ না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বরাদ্দ করেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, ওই স্কিমের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া, ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সরলীকরণ, প্রচার, আবেদনপত্র সরলীকরণ ব্যবস্থা কেন্দ্র-রাজ্য উভয়েই মিলিতভাবে ভাগ করে নিচ্ছে।

রিমান্ডে

● আটের পাতার পর

ডেমির, মোহম্মহদ হান্নান, রাকিবুল ইসলাম ও স্বর্ণকুমার ত্রিপুরার সাথে নিয়মিত বার্তালাপ করত। পুলিশ তদন্তে এই বিষয়ে তথ্য পেয়ে তাদের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে। অন্যদিকে, মিঠুন ভৌমিককে পুলিশ বাইকসহ গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে।

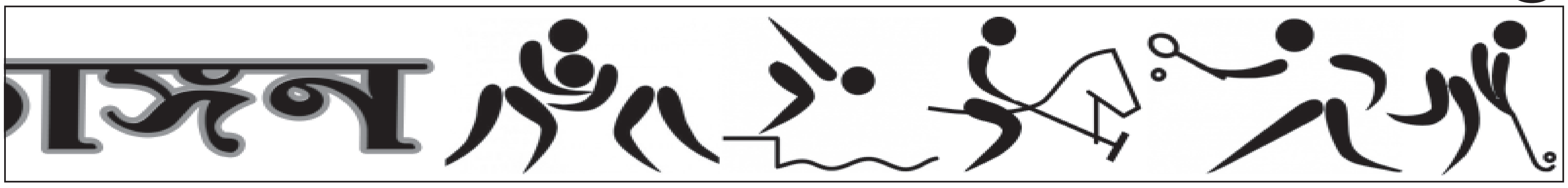

অষ্টম উইকেটে অবিশ্বাস্য লড়াই চাহার-ভুবির টানা ৯ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জয় ভারতের

কলম্বো: মাচের সেরার পুরস্কার নেওয়ার সময় দীপক চাহার বলছিলেন, ”ক্রিকেটে খেলা শুরু করার সময় এরকম একটি ইনিংস খেলার স্বপ্ন দেখতাম। হয়তো সব ক্রিকেটারই এরকম ইনিংস খেলে দলকে জেতানোর স্বপ্ন দেখে।”
স্বপ্নের ইনিংসই বটে। শ্রীলঙ্কার ২৭৫ রান তাড়া করতে নেমে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অনতম ভরসা সূর্যকুমার যাদব তখন আউট হয়ে ফিরছেন। ঝোড়ো ৫৩ রান করে। মাঠে প্রবেশ করলেন দীপক চাহার। আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে গত দুই মরসুমে ডেথ ওভারে দুরন্ত বোলিং করে যিনি জাতীয় দলের নির্বাচকদের নজরে পড়েছেন। এবং ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট হিসাবেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের ক্রিকেট সিরিজে সুযোগ পেয়েছেন। সেই চাহার কি না ভারতকে ম্যাচ জেতালেন ব্যাট হাতে!
মঙ্গলবার চাহার যখন নামলেন, স্কোরবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে ভারত ১৬০/৬। ম্যাচ জিততে তখনও ২৩ ওভারে প্রয়োজন ১১৬ রান। কিছু পরে আউট হয়ে ফিরলেন ব্যাটিংয়ের শেষ ভরসা ক্রুণাল পাণ্ড্যও। বঢোদরার অলরাউন্ডার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে এরকম চাপের পরিস্থিতিতে অনেক ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন। সেই ক্রুণাল আউট হওয়ার পরে কার্যত ম্যাচ জয়ের আশা ভারতীয় সমর্থকদের সকলে ছেড়েই দিয়েছিলেন। ধরেই নিয়েছিলেন যে, সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচ হতে চলেছে তৃতীয় ওয়ান ডে।
তবে অনরকম ভেবেছিলেন দীপক। ব্যাট হাতে পাল্টা লড়াই শুরু করেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন ভুবনেশ্বর কুমার। দুই মিডিয়াম পেসার ব্যাট হাতে অষ্টম উইকেটে নাছোড় লড়াই করেন। অবিচ্ছেদ্য অষ্টম উইকেটে দুজনে ৮০ বলে ৮০ রান যোগ করে নাটকীয়ভাবে ম্যাচ জিতিয়ে দিলেন। ৮২ বলে ৬৯ রান করে ক্রিজে ছিলেন দীপক। লিস্ট এ-তে তাঁর প্রথম হাফসেঞ্চুরি। আর সেই হাফসেঞ্চুরি দলকে ম্যাচ ও সিরিজ জেতাল। ভুবনেশ্বর অপরাজিত রইলেন ২৮ বলে ১৯ রান করে। একসময় হারতে বসা ম্যাচ ৫ বল বাকি থাকতে জিতে নিল ভারত। এই নিয়ে টানা ৯টি দ্বিপাক্ষিক ওয়ান ডে সিরিজ জিতল ভারত।
মঙ্গলবার টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে শ্রীলঙ্কা তুলল ২৭৫/৯। তাদের হয়ে সর্বোচ্চ স্কোর করেন চারিথ আসালঙ্কা। ৬৮ বলে ৬৫ রান করেন তিনি। কভারের ওপর দিয়ে কুলদীপ যাদবের বল বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে ওয়ান ডে কেরিয়ারের প্রথম হাফসেঞ্চুরি সম্পূর্ণ করেন আসালঙ্কা। তাঁর ১ ঘণ্টা ৪২ মিনিটের ইনিংসে ছিল ৬টি বাউন্ডারি। শেষ পর্যন্ত ভুবনেশ্বর কুমারের বলে পরিবর্ত হিসাবে ফিল্ডিং করতে নামা দেবদত্ত পড়িক্কলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি।
টস জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সময় শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা বলেছিলেন যে, আগের মাচের চেয়েও এই মাচে পিচ দেখে বেশি রানের খেলা হবে বলে মনে হচ্ছে তাঁর। শ্রীলঙ্কার দুই ওপেনার ভাল শুরু করেছিলেন। ১৩.২ ওভারে ৭৭ রান যোগ করেন আবিষ্কা ফার্নান্দো ও মিনোদ ভানুকা। তবে চোদ্দোতম ওভারে পরপর দু”বলে মিনোদ ভানুকা ও ভানুকা রাজাপক্ষেকে ফিরিয়ে দিয়ে শ্রীলঙ্কা শিবিরে ধাক্কা দেন লেগস্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। বিনা উইকেটে ৭৭ থেকে আচমকাই ৭৭/২ হয়ে যায় দ্বীপরাষ্ট্রের দল।
তবে ব্যাট হাতে পাল্টা লড়াই শুরু করেন আবিষ্কা ও চার নম্বরে নামা ধনঞ্জয় ডি”সিলভা। হাফসেঞ্চুরি করে ভুবনেশ্বর কুমারের বলে আউট হন আবিষ্কা (৭১ বলে ৫০ রান)। ধনঞ্জয়কে ফেরান দীপক চাহার। এরপর লঙ্কা ইনিংসের হাল ধরেন আসালাঙ্কা। আগের ম্যাচের মতোই শেষ দিকে চালিয়ে খেলে চামিকা করুণারত্নে ৩৩ বলে ৪৪ রান করেন। শ্রীলঙ্কা ৫০ ওভারে তোলে ৯ উইকেটে ২৭৫।
ব্যাট হাতে দীপকের নায়ক হওয়ার রাতে রান তাড়া করে অবদান রাখলেন মণীশ পাণ্ডে (৩১ বলে ৩৭ রান), সূর্যকুমার (৪৪ বলে ৫৩ রান) ও ক্রুণাল (৫৪ বলে ৩৯ রান)। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ ভারতের।

ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজের আগে ব্যাটিং সমস্যায় ভারত

লন্ডন, ২০ জুলাই (হি.স.) : গত মাসে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের মত এবারও ব্যর্থ ভারতের ব্যাটিং। ডারহামের মাঠে কাউন্টি একাদশের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে মেলে ধরতে পারল না ভারতের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানরা।
অধিনায়ক বিরাট কোহলীর পিঠে ব্যথা। তাই বোর্ডের চিকিৎসকরা তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। সহ-অধিনায়ক অজিঙ্কা রহাণে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে কাবু। তাই তিনিও বিশ্রাম নিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে তিনি পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন।ফলে এই ম্যাচে অধিনায়কত্ব করছেন রোহিত শর্মা। তবে তিনিও ব্যাট হাতে নিজেকে মেলে ধরতে পারলেন না। ফলে প্রথম দিন মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতিতে ৮০ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে ছিল ভারত। বিদেশের মাঠে রোহিতের সময়টা একেবারেই ভাল যাচ্ছে না। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত টেস্টের দুই ইনিংসে ভাল শুরু করেও আউট হয়ে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার কাউন্টি একাদশের বিরুদ্ধে তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নেমে সেই একই অবস্থা। পুল মারতে গিয়ে মাত্র ৯ রানে আউট হন তিনি। আর এক ওপেনার ময়াঙ্ক আগরওয়াল ২৮ রানে বোল্ড হন।
শুভমন গিল চোটে কাবু। ফলে এমনিতেই জো রুটদের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামার আগে ওপেনার সমস্যায় ভুগছে ভারত। এর মধ্যে এই প্রস্তুতি ম্যাচে তাঁর দুই ওপেনার ফের ব্যর্থ হলেন। ফলে চিন্তা বাড়বেই।
তিন নম্বরে নেমে হাল ধরার চেষ্টা করেন চেতেশ্বর পূজারা। কিন্তু তিনিও বড় রান করতে পারলেন না। কিউইদের বিরুদ্ধে গত টেস্টের দুই ইনিংসে পূজারা তাঁর নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। এ দিন ডারহামেও সেটা দেখা গেল। তিনি ২১ রানে স্টাম্প আউট হন। ফলে ৪ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট সিরিজের আগে ব্যাটিং নিয়ে চিন্তায় থাকবে ভারতীয় শিবির। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

শেষ মুহূর্তে বন্ধ হতে পারে টোকিও অলিম্পিকস, বলছেন কমিটির প্রধান

টোকিও: পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মেগা স্পোর্টস ইভেন্ট শুরু হতে বাকি আর মাত্র দুদিন। কিন্তু তার আগেও করোনা মহামারীর কারণে যদি শেষ মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায় অলিম্পিকস, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মঙ্গলবার টোকিও ২০২০ এর আয়োজক কমিটির প্রধান অলিম্পিকের শেষ মুহূর্তে বাতিলের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেননি, কারণ আরও অ্যাথলিটরা কোভিড -১৯ এর জন্য পজিটিভ হয়েছেন এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষকরা শুক্রবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা নষ্ট করেছেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যতটা সম্ভব কম অনাড়ম্বর ভাবে করা হবে। জাপানের সম্রাট সেখানে উপস্থিত থাকবেন। এক সংবাদ সম্মেলনে জানতে চাইলে, বিশ্বব্যাপী স্পোর্টস শোপিসটি এখনও বাতিল হতে পারে কি না, তোশিরো মুটো বলেছিলেন যে তিনি সংক্রমণ সংখ্যার দিকে নজর রাখবেন এবং প্রয়োজনে অন্যান্য আয়োজকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ”করোনভাইরাস মামলার সংখ্যার ব্যাপারটা কী হবে তা আমরা অনুমান করতে পারি না। সুতরাং মামলার বিষয়ে যদি কিছু বাড়তে থাকে তবে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব, ”বলেছেন মুটো।
আমরা একমত হয়েছি যে করোনভাইরাস পরিস্থিতির ভিত্তিতে আমরা আবার পাঁচদলীয় বৈঠক করব। এই মুহুর্তে, করোনাভাইরাস কেসগুলি বাড়তে পারে বা পড়তে পারে, তাই পরিস্থিতি দেখা দিলে আমাদের কী করা উচিত তা নিয়েই আমরা চিন্তা করব। কোভিড -১৯ টি মামলা টোকিওতে বাড়ছে এবং গেমস দর্শকদের ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাক্তনদের চুক্তিপত্র দেখার আমন্ত্রণ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তাদের

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি.স.) : বিতর্ক এড়াতে প্রাক্তনদের চুক্তিপত্র দেখার আমন্ত্রণ জানালেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তারা। মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে ক্লাবে এসে প্রাক্তনদের চুক্তিপত্র দেখে যাওয়ার অনুরোধ জানান হয়।
চুক্তিপত্রে সই নিয়ে বিতর্কে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের আরও বেশি করে গুরুত্ব দিতে চাইছে। মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি প্রণব দাশগুপ্তের নেতৃত্বে কার্যকরী সমিতির বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ২৩ জুলাই, শুক্রবার কার্যকরী সমিতির পরবর্তী বৈঠকে সমাজপতি এবং চন্দনকে আসার জন্য অনুরোধ করা হবে। চুক্তিপত্রে ক্লাবের সই করা, বা না করা নিয়ে তাঁদের মতামত জানানোর জন্য বলা হবে। এবিষয়ে তিন প্রাক্তন ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার রঞ্জিজয়ী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্লাবের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে, তাঁরা যেন চুক্তিপত্র দেখে নিজেদের মতামত জানান। প্রাক্তনরা অবশ্য এই ব্যাপারে ক্লাবে যাওয়া নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত।
মনোরঞ্জন ক্লাবের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন। যদিও তিনি এখনও ঠিক করেননি, যাবেন কিনা। বললেন, “প্রাক্তনদের যদি গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেটা ভাল তো। চুক্তিপত্র নিয়ে কারও তেমন ধারণা নেই। কারও যদি ইচ্ছে হয় বিষয়টা জানার, তা হলে সে যেতেই পারে। এটা ক্লাব থেকে ভালই করেছে। আমি যাব কিনা এখনও ঠিক করিনি।”
সম্বরণ জানিয়ে দিলেন, তিনি যাবেন। তাঁর বক্তব্য “অবশ্যই যাব। আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। এই ক্লাবের প্রতি আমার একটা আবেগ আছে, দুর্বলতা আছে। তাই নিশ্চয়ই যাব। ক্লাবের খারাপ সময় যাচ্ছে। ক্লাবকে সব রকম ভাবে সাহায্য করাই আমাদের উচিত।” কবে যাবেন, সেটা অবশ্য তিনি এখনও ঠিক করেননি।
সমাজপতি বললেন, “রোজ যে টানাপোড়েন দেখছি, সেটা ভাল লাগছে না। দু’ পক্ষই যদি নিজেদের অবস্থান থেকে একটু নরম হয়, সেটাই সব থেকে ভাল হবে। ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ লক্ষ সমর্থক অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে।” তবে তিনি ক্লাবে যাবেন না।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

এআইএফএফ-এর বর্ষসেরা ফুটবলার বালা দেবী, উঠতি তারকা মণীষা

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি.স.) : বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন বালা দেবী। মঙ্গলবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) দেশের স্টার মহিলা ফুটবলারকে বছরের সেরা হিসেবে বেছে নেয়। এই নিয়ে তৃতীয় বারের জন্য এই পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি। বালা দেবীর পাশাপাশি উঠতি তারকা ফুটবলারের স্বীকৃতি পেল মণীষা কল্যাণ। সেরা রেফারি হয়েছেন তেজাস নাগভেনকার। বালা দেবী ভারতের প্রথম মহিলা ফুটবলার হিসেবে ইউরোপে পেশাদার ফুটবলে চুক্তি করে ইতিহাস লিখেছিলেন। বালা দেবী খেলেন রেঞ্জার্স উইমেনস এফসি-তে। পুরস্কার জয়ের পর বালা দেবী বলেন, “এই পুরস্কার পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এআইএফএফ ও আমার সকল ফ্যানেদের এই সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। এখনও পর্যন্ত যে সকল কোচের অধীনে আমি খেলেছি ও খেলছি তাঁদেরকেও আমার ধন্যবাদ। পরিবার ও সতীর্থদেরও বড় ধন্যবাদ জানাতে চাই।” পুরস্কার জেতার পর মণীষা বলেন, “এই পুরস্কার ভবিষ্যতে আমাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে মোটিভেট করে আমাকে লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করবে।” বালা দেবী ও মণীষা ভারতের গর্ব। ধারাবাহিক ভাবে তাঁদের পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছে ফ্যানেদের।

CORRIGENDUM
Due to some un-avoidable circumstance the e-Tender under DN Ie-T No-02/SE(1)/KGT)/2021-2022 under PN1eT No- 06/EE/KCP/2021-2022. Dated, the 09/06/2021. is hereby cancelled.
Executive Engineer
Kanchanpur
Division,PWD (R&B)
Kanchanpur, North Tripura
ICA-C-1411/2021-22

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই
Ref. Jiranin PS UD Case No-2021 JRN 011 dated 19/07/2021 U/S 174 cr. P.C.
পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, বয়স- আনুমানিক ৫২ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- শ্যামলা, চুল-কালো, মুখমন্ডল-গোলাকার, পরনে-নীল রঙের হাপ্ পেন্ট, সাদা রঙের শার্ট এবং মীনা রঙের গামছা, গত ১৯/০৭/২০২১ ইংরেজি তারিখ দুপুর ১টা ১৫ মিনিট সময়ে জিরানিয়া থানার পুলিশ জিরানীয়া সিএইচসি থেকে মৃতদেহ আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে গিয়ে যান পোস্ট মটেম করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃত ব্যক্তির দাবি করেননি।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) জিরানীয়া থানা- ০৩৮১-২৩৪-৬২২২
পশ্চিম সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা
ICA-D-532/2021-22

শেষ মুহূর্তে টোকিয়ো অলিম্পিক্স বাতিল হতে পারে, আশঙ্কা মুখ্য অধিকর্তা মুতোর

টোকিও, ২০ জুলাই (হি.স.) : একের পর এক করোনা আক্রান্তের খবরে অলিম্পিক্স নিয়ে আশঙ্কার কালো মেঘ দেখছেন আয়োজকরা। একেবারে শেষ মুহূর্তেও টোকিয়ো অলিম্পিক্স বাতিল হয়ে যেতে পারে। এমন আশঙ্কা করলেন খোদ অলিম্পিক্সের মুখ্য অধিকর্তা তোসিরো মুতো।
ইতিমধ্যেই গেমস ভিলেজের কঠিন জৈব সুরক্ষা বলয় ভেদ করে করোনা ঢুকে পড়েছে। একাধিক দেশের অ্যাথলিটরা ইতিমধ্যেই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই অলিম্পিক্স বাতিল করে দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তোসিরো মুতো বলেন, “যে হারে ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে কী হবে এখনই বলা যাচ্ছে না। সেই জন্য আমাদের একটি বিশেষ দল ভাইরাস হানার দিকে নজর রাখছে। দরকার পড়লে শেষ মুহূর্তেও আমাদের অলিম্পিক্স বাতিল করতে হতে পারে।” কোভিড আক্রান্ত জাপানের অগণিত সাধারণ মানুষও এই সময় অলিম্পিক্স চাইছেন না। তাঁদের প্রতিবাদ চলছে। একরাশ বিতর্কের মধ্যে আদৌ কি অলিম্পিক্সের মশাল জ্বলবে এটাই দেখার বিষয়। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-22/EE/RD/TLM-DIV/21-22, Dt:16/07/2021.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M on 30/07/2021** for **03(Three) Nos.** construction works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura
ICA-C-1407/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-21/EE/RDAD/2021-22 Dt. 19/07/2021
On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, RD Agartala Division, Government of Tripura invites item rate e-tender in PWD Form No.-8 in two bid system from the eligible bidders up to 3 PM of 26/07/2021 for the following work:-1. "Construction & Decoration of Temporary shed for VIP's & Audience, temporary toilet, laying of carpet and laying of brick soling etc. work at Assam Rifles Ground and Old Raj Bhawan in connection with celebration of Independence Day 2021 and similar type of urgent works". EC: Rs. 14,85,161.00 Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website **https://tripuratenders.gov.in** and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be available in the webe only.
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala
ICA-C-1402/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

SL. No.	Name of Work	Tender Value/ Estimated Cost	EMD & Tender Fee	Completion Period	Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1.	Supply and installation of Equipments / Instruments for setting up of static soil testing laboratory at Khowai District, Tripura for the year 2021-22	Rs.50.00 lakhs (approx)	EMD Rs.1.0 lakhs (Rupees One Lakh) Tender Fee Rs.1000/-	365 days	03/08/2021 up to 16:00 Hrs.	04/08/2021 15 :0 Hrs	e-procurement portal Govt. of Tripura at https://tripuratenders.gov.in

Tender is available in https://tripuratenders.gov.in. Eligible bidders shall participate in bidding, only in online mode, through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of bid dosing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time of Bid Submission. Submission of bids physically is not permitted.
Bid Fee and Earnest Money Deposit are to be paid electronically over the Online payment facility provided in the portal, any time after Bid Submission Start Date & before Bid Submission End Date, using either of the supported payment mode like Net Banking / Debit Card/ Credit Card. The Bid Fee of Rs.1000 only, as paid electronically over the Online payment facility, is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue,.
Bid(s) shall be opened online by respective designated Bid openers of the Department and the same shall be accessible by intending Bidder through website-https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry please contact by e-mail to sarstripura@gmail.com
(Goutam Majumdar)
Joint Director of Agriculture (Research)
State Agriculture Research Station.
Arundhutinagar, Agartala.
ICA-C-1413/2021-22

ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে করোনা টিকাকরণ কর্মসূচি। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

শান্তিরবাজারে নেশার রমরমা বাণিজ্য চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ জুলাই।। নেশাকারবারীদের দখলে চলেযাচ্ছে বেতাগা দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয় ও তার আশে পাশে এলাকাগুলি। শান্তির বাজার মহকুমা জুরে চলছে নেশার রমরমা ব্যাবসা। অধিকাংশ যুব সমাজ নেশাকারবারীদের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বশান্ত হয়ে পরছে। এরই মধ্যে নেশায় আসক্ত হবারজন্য নেশাকারবারীরা বেতাগা দ্বাদশ্রেনী বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও তার পাশ্ববর্তী এলাকা স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের অফিস রুমের জায়গাগুলি বেছেনিয়েছে বলে অভিযোগ। এলাকার এক প্রবীন নাগরিক জানান নেশাকারবারীরা রাত্রিবেলায় স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের অফিস রুমের দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়েযায়। তিনি জানান স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের অফিসটি পরিকাঠামো দিক দিয়ে ভেঙ্গে পরছে। জানাযায় এই অফিসে দুইজন কর্মীদিয়ে চলছে। অপরদিকে বেতাগা দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের গেইটের সামনে ও মাঠে প্রতিদিন রাত্রিবেলায় নেশাকারবারীরা তান্ডব চালায় বলে অভিযোগ। এইনিয়ে আরক্ষা দপ্তরকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই অবশেষে বাধ্যহয়ে সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে একরাশ ক্ষোভ উবরেদিলেন এলাকার প্রবীন নাগরিক। উনারা চাইছেন প্রসাশন যেন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে। এখন দেখার বিষয় এই বিষয়ে আরক্ষা প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

কুমারঘাটের ব্লক চৌমুহনীতে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। কুমারঘাট থানার পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে ব্লক চৌমুহনী এলাকার একটি বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর ড্রাগস সহ এক নেশা কারবারিকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে কুমারঘাট থানার পুলিশ। ফের বিপুল পরিমাণ ড্রাগস সহ কুমারঘাট থানার পুলিশের হাতে আটক ড্রাগস কারবারী।গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে কুমারঘাটের ব্লক চৌমুহনি এলাকায় একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমঞ্জয় রিয়াং সহ কুমারঘাট থানার ওসি এবং টিএসআর বাহিনী এই অভিযানের সামিল হয়।সোমবার রাতে পুলিশের কাছে খবর ছিলো বাইরে থেকে নিয়ে এসে কুমারঘাটে হতে চলেছে ড্রাগসের আদান প্রদান।সেই খবরের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাত থেকেই কুমারঘাটের ব্লক চৌমুহনিতে ঘাটি গেড়ে বসেছিলো পুলিশ।অবশেষে মঙ্গলবার সকালে সেখানকার একটি বাড়ি থেকে তল্লাশি চালিয়ে ৯৭ কৌটো ড্রাগস সহ আগরতলা রেশমবাগান এলাকার বাসিন্দা নারায়ন মজুমদার নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে উদ্ধারকৃত ড্রাগসের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪৮ হাজার টাকার বেশি হবে।ধৃতের কাছ থেকে পাচ হাজার দুশো ষাট টাকা সহ দুটি মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করেছে কুমারঘাট থানার পুলিশ। রাজ্যের রাজধানী থেকে এখন মফস্বলে এসেও মাদকের কারবার বিনা বাধায় চালাতে শুরু করেছে একাংশ নেশা কারবারীরা।এতে যেমন ফুলে ফেপে উঠছে মাদক কারবারের মাষ্টারমাইণ্ডরা তেমনি এর কড়াল গ্রাসে ডুবতে বসেছে একাংশ সমাজ।কিন্তু তবুও নেশা কারবারের মূল চাইরা পুলিশি ধরাছোয়ার বাইরে কোনো এক অদৃশ্য কারনে।ঘটনার তদন্তে নেমেছে কুমারঘাট থানার পুলিশ।

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। ত্রিপুরায় বাঙালীর অস্তিত্ব ধ্বংসকারী গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড বিল ও পশ্চিমবঙ্গের অসাংবিধানিক গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্টেশন বা সংক্ষেপে জি টি এ বাতিলের দাবীতে আজ ২০ জুলাই ২০২১, শ্যামনগর রেলস্টেশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল 'আমরা বাঙালী' সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন- কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সচিব জয়ন্ত দাশ, কেন্দ্রীয় ছাত্র সচিব তপোময় বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরূপ মজুমদার, মোহন অধিকারী, শেখর সাহা, সাগরিকা পাল সহ জনা ২৫ কর্মী সমর্থকবৃন্দ। বিক্ষোভ সভায় জয়ন্ত দাশ বলেন বাঙালীর অস্তিত্ব ধ্বংস করতেই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের এই চক্রান্ত। সকল স্তরের বাঙালী দের কাছে আহ্বান রাখছি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে। ছাত্র নেতা তপোময় বিশ্বাস বলেন- জাতীয় স্তরে বাঙালীকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতেই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালালরা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইতিহাস সাক্ষী আছে ত্রিপুরায় বাঙালীরাই ভূমিপুত্র। হালে পানি পাবার জন্য ৮০ র দশকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় বাঙালী ও পাহাড়বাসীদের মধ্যে বিভেদের রাজনীতি শুরু করেছে। সেই আগুন এখনো দাও দাও করে জ্বলছে , বর্তমানে সেই আগুনে ঘি ঢালার কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। জন বার্লা, নিশীথ প্রামাণিকের মতো সাংসদ যারা প্রকাশ্যে বাঙলা ভাঙার উস্কানিমূলক প্ররোচনা দিচ্ছেন , পুরস্কারস্বরূপ তাদের কে কেন্দ্রীয় সরকারের বড় বড় মন্ত্রীত্ব দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘৃণ্য চক্রান্ত আজ পরিষ্কার। সর্বস্তরের বাঙালীদের কাছে বাঙালী বিদ্বেষী সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ করার দাবী জানাচ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় তেলিয়ামুড়ায় ফলের চারা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জুলাই।। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার ফলের চারা বিতরণ অনুষ্ঠান হয় পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি কমিউনিটি হলে। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন উপস্থিত রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস, তেলিয়ামুড়া কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রাজীব দে, তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও শান্তনু বিকাশ দাস, খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৩ জন কৃষক শ্রেণীর বেনিফিসিয়ারিদের মধ্যে লেবু,সুপারি এবং পেঁপের চারা বিতরণ করা হয়। চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী রায় বলেন,,, ফসল উৎপাদন করতে হলে জলের প্রয়োজন। তার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী সেচ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মাটির পরীক্ষা, জল সঞ্চয়ী ব্যাবস্থা, সরকারিভাবে বীজ, কীটনাশক ঔষধ, সার সরকার কৃষকদের দিচ্ছে বিনামূল্যে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কৃষকদের উন্নয়ন এবং স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দুই ভারতীয় বাংলাদেশের জেলে বন্দী ফিরিয়ে আনার জন্য ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২০ জুলাই।। খোয়াইয়ের ল্যাংড়া বাড়ি সীমান্ত থেকে অপহৃত দুই ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশের জেল থেকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনার দাবিতে মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে খোয়াইয়ের ল্যাংড়া বাড়ি সীমান্ত এলাকা থেকে দুই ভারতীয় নাগরিক কে বিজিবি জওয়ানরা গত ২৭ ফেব্রুয়ারি তুলে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে গুরুপদ দেববর্মা ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক। ল্যাংড়াবাড়ি সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় তাদের বাড়ি। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার উপরে তাদের জমি রয়েছে।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি তারা নিজের জমিতে চাষাবাদ এর কাজ করতে গিয়েছিল। সীমান্তের কাঁটাতারের গেট দিয়ে যাওয়ার সময় কর্তব্যরত বিএসএফের কাছে তারা আই কার্ড সহ অন্যান্য পরিচয় পত্র জমা রেখে গিয়েছিল। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজের জমিতে কাজ করতে গিয়ে অপহৃত হয় ওই দুই ভারতীয় নাগরিক। জানা গেছে বিজিবি জনরা তাদেরকে ভারতীয় ভূখণ্ডে লেবু বাগান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়।

তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাদের আদালতে সোপর্দ করে আদালত থেকে জেল হাজতে পাঠানো হয়। তবে তাদের জামিন মঞ্জুর হয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের পরিবারের তরফ থেকে কম করে পাঁচ বার কয় জেলার জেলাশাসককে জানানো হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে লিখিত ভাবে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোন ধরনের প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ না করায় এখনো তারা বাংলাদেশের জেলে আটকে রয়েছে। সে কারণেই ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর কার্যালয় ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করে অবিলম্বে বাংলাদেশের জেলে আটকে থাকা গুরুপদ দেববর্মা ও তার ভাইকে মুক্ত করে নিয়ে আসার দাবি জানানো হয়।

ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে জানানো হলে রাজ্য সরকার কথাবার্তা বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু আজ অব্দি তাকে ফিরিয়ে আনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ওই শিক্ষক এবং তার ছোট ভাই এখনো বাংলাদেশের জেলে রয়েছে। তাই ১০৩২৩ এর শিক্ষক শিক্ষিকারা মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ে পুলিশের মহানির্দেশক এর কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। বাংলাদেশের জেলে আটকে রাখা রাজ্যের দুই নাগরিককে অবিলম্বে উদ্ধার করে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য তারা রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। প্রায় পাঁচ মাস ধরে বাংলাদেশের জেলে আটকে থাকায় সংশ্লিষ্টদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তারা অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন কখন গুরুচরণ দেববর্মা ও তার ছোট ভাই বাড়ি ঘরে ফিরে আসবেন।

আজ মুসলিম সম্প্রদায়ের খুশির ঈদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। রাত পোহালেই সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব ঈদ। করোনা আবহে এবছর ঈদ উৎসব নিয়ে তেমন কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা নেই সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে। করোণা বিধি মেনেই এবছর ঈদ উৎসব পালিত হবে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব ঈদ।এই ঈদ বছরে দুইবার হয়ে থাকে।

একটি রমজানের ও অন্যটি কোরবানির ঈদ বলে খ্যাত। কোরবানির ঈদে পোশাক-পরিচছদ কেনাকাটার তেমন কোনো আগ্রহ বা ব্যস্ততা থাকে না। শুধু ইসলামিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আল্লাহকে - খুশি করার জন্য যার যার মতে কোরবানি করার জন্য পশু ক্রয়ের আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত থাকেন সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। কিন্তু এ বছরের কোরবানি ঈদ উৎসব একটু ব্যতিক্রম। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জাতীয় উৎসব হলেও এবছর করোনা নামক মহামারির জন্য উৎসব তেমন আনন্দ মুখর নয়।

উদয়পুর জামে মসজিদের ইমাম জয়লাভ আমিদ সামিন জানান রাজ্যে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যার কারনে মানুষের মধ্যে এক আতঙ্ক বিরাজ করছে। মানুষ ঈদ উৎসবে মেতে উঠবে না। করোনা প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই সকলে সতর্ক থাকবেন।

উদয়পুরের জগন্নাথ দিঘির দক্ষিণ পাড়ের টাউন জামে মসজিদের ইমাম জয়লাল হামিদ সামিম জানান বুধবার সকাল ৬-৩০ মিনিট এবং সকাল ৭-৩০ মিনিট নাগাদ দুই বার জামে মসজিদে নামাজ পাঠ হবে। তবে এইবার নামাজ পাঠে প্রত্যেককে মাস্ক পড়ে আসতে হবে এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে হবে বলে জানান।

বাইখোড়া ইসকন মন্দিরে ফেরা রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ জুলাই।। সমস্ত ধর্মীয় রিতি অনুযায়ী বাইখোড়া ইস্কন মন্দিরে উল্টোরথযাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিতহয়। করোনা ভাইরাসের মহামারির ফলে বাইখোড়া ইস্কন মন্দিরে মন্দিরের প্রভুজীদের উদ্দ্যোগে মঙ্গবার বিকেল ৪ ঘটিকায় উল্টোরথ যাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাইখোড়া ইস্কন মন্দির প্রত্যেক বছর আনন্দের সহিত বড় আকারে রথ যাত্রা ও উল্টো রথ যাত্রা অনুষ্ঠীত হয়। বিগত বছর এবং এই বছর করোনা মহামারির ফলে দুটো অনুষ্ঠান ছোট আকারে মন্দিরের প্রভুজীদের নিয়ে অনুষ্ঠীত হয়েছে। আজকের উল্টোরথে বহিরাগতদের প্রবেশ করতে দেওয়াহয়নি। ইস্কন মন্দিরের আজকের উল্টো রথের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান ইস্কন মন্দিরের প্রভুজী করুনেশ্বর মাধব দাস। তিনি ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রার নিকট সারা বিশ্বকে করুনামুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করেন।

বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের নিয়মিতকরণ নিয়ে জটিলতা, বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। বিদ্যুৎ নিগমে অনিয়মিত কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়মিত না করায় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অবিলম্বে তাদেরকে নিয়মিত করার দাবি উঠেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর কর্পোরেশনে পরিণত হওয়ার পর রাজ্যে ২০১৫ সালে তৎকালীন সরকার বিদ্যুৎ দপ্তর এর জন্য হেল্পপার গ্রেট টু পোস্ট এর জন্য ৪৫০ জন কর্মী নিয়োগ করা হয় অর্থ দপ্তরের অনুমোদনক্রমে। চাকরি প্রাপকদের অফারে স্পষ্ট ভাবে লেখা রয়েছে" পাঁচ বছর পূর্ণ হলে রেগুলার করা হবে"।কিন্তু ২০১৮ সালে ভারতের জনতা পার্টি সরকার গঠন হওয়ার পর এখনো পর্যন্ত তাদেরকে নিয়মিত করা হয়নি। সাধারণ মানুষ ও কর্মচারী কর্মচারী মহল নতুন দিশাতে আশায় বুক বেঁধেছিল। কিন্তু সেই আশায় গুড়েবালি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দপ্তর হল বিদ্যুৎ দপ্তর।

বিদ্যুৎ দপ্তরে নতুন কর্মী নিয়োগ তো দূরের কথা অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত পর্যন্ত করা হচ্ছে না। রোস্টার ডিউটির কথা বলে অফিসার বাবুরা সপ্তাহে একদিন আসলে আরেকদিন অফিসে আসেন না। বিদ্যুৎ নিগমের অনিয়মিত কর্মচারীরা কবে রেগুলার হবেন এ বিষয়ে জানতে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তা জানান, যাবতীয় ফাইল কমপ্লিট করে সেক্রেটারি অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেক্রেটারি অফিসে কাজ কবে কমপ্লিট হবে ,আর কবে কর্মচারীর মুখে হাসি ফুটবে তা বলা মুশকিল। এই করোনা মহামারী বিপদকে সামনে রেখে প্রতিদিন ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিদ্যুৎ কর্মীরা সামান্য বেতনে কাজ করে চলেছেন। পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে কাজ করে চলেছে বিদ্যুত কর্মীরা।জনসাধারণের সুবিধার্থে বিদ্যুৎকে সচল রাখতে রাত্রিকালীন সময় অবধি কাজ করতে হয়।এর পাশাপাশি কলসেন্টার কর্মীদের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সহ অন্যান্য সামগ্রীর অভাব রয়েছে।

কল সেন্টারে গাড়ির ব্যবস্থা নেই।কর্মীদের হেটে যেতে হয় ৫ থেকে ৬ কিলোমিটার দূরত্বে যেতে হয় সারাাইয়ের কাজ করার জন্য। অভিযোগ কর্মীদের জন্য নেই রেইনকোটের ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ কর্মীদের দেওয়া হয়নি ওভারটাইম কাজের মজুরি। ছুটির দিনেও কাজ করতে হচ্ছে পরিষেবাকে সচল রাখার জন্য। কিন্তু নিরব কেন সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার ১১ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কথাা ঘোষণা করেছে। অথচ ত্রিপুরার সরকারি কর্মচারীদের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। বিদ্যুৎ দপ্তর লাইন ম্যানদের জন্য কোন প্রমোশন দিচ্ছে নাা। লাইন ম্যানের কাজ করতে হয় হেল্পার কমীরা। বিদ্যুৎ দপ্তরর মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে নেই কোন ট্রেনিং সেন্টার।অনেক কর্মী কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন। অনেকে আবার পঙ্গু হয়ে বিছানাতে। কর্মীদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করাা, লাইফ জ্যাকেটের ব্যবস্থা করা ,ছোট ছোট কল দেওয়ার জন্য সাইকেলের ব্যবস্থা , বিদ্যুৎ কর্মীদের জন্য সার্ভিস রুলস এর ব্যবস্থা করা , কর্মীরা বিপদজনক কাজে এবং ডিউটির সময় মারা গেলে সরকারের পক্ষ থেকে কর্মচারীর পরিবারের চাকরির ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবি জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরা বিদ্যুৎ কর্পোরেশন এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এমএস কেলে সাহেব ২০১৫ সালে হেল্পার গ্রেড ২ কর্মীমীদের নিয়মিত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করে অ্যাসিস্ট্যান্ট ফাইন্যান্স ম্যানেজারদের রেগুলার এর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন বলে অভিযোগ।

চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিল ডিওয়াইএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২০ জুলাই।। গোটা রাজ্যের সাথে উত্তর জেলাতেও ধীরে ধীরে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠছে সিপিআইএম।মঙ্গলবার বেলা ১২ টায় উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন পূর্ব চুড়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে পাহাড় সমান দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এক প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করল ডিওয়াইএফআই চুরাইবাড়ি অঞ্চল কমিটি।মুলত আট দফা দাবি সনদের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত স্থরীয় বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাদের এই ডেপুটেশন। আজকের এই প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই অঞ্চল সম্পাদক আজহারউদ্দিন, সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, আব্দুল খালিক ,আব্দুল হাছিব সহ বিভাগীয় সভাপতি জহরুল হক প্রমুখরা।ডেপুটেশন প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভাগীয় সভাপতি জহরুল হক বলেন, বিগত বাম আমলে যেভাবে পঞ্চায়েতের নিয়ম-নীতি মেনে ওয়ার্ড সংসদ এবং গ্রাম সভার মাধ্যমে পঞ্চায়েতের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হতো জনসম্মুখে।সেটা বর্তমান সরকারের আমলে মাটিচাপা পড়ে থাকার মত অবস্থা।প্রতিটি পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা দুর্নীতিতে প্রতিযোগিতা করছেন,কে কার থেকে বেশি লুটেপুটে সান নেবেন।তাই এভাবে চলতে দেওয়া যাবে না।কভিড পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তারা দুর্নীতির প্রতিবাদে আরও বৃহত্তর আকারের সরব হয়ে উঠবেন বলেও জানান বিভাগীয় সভাপতি।তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন,স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর নামে কোনো জমি নেই তা সত্ত্বেও প্রদানের ক্ষমতা বলে মাঠ লেবেলিং এর নামে ভুয়ো ওয়ার্ক অর্ডার বানিয়ে সমস্ত টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। প্রধান উনার মর্জিমাফিক স্বামী দিলীপ নাথের নামে ভূয়ো ওয়ার্ক অর্ডার বানিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।সাথে এম জি এন রেগার কাজে পুকুর চুরির অভিযোগ আনেন বিভাগীয় সভাপতি জহুরুল হক। তিনি আরো বলেন,পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কোনো সহযোগিতা বা তাদের দাবি দাওয়া পূরণ না হলে উনারা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

এদিকে পূর্ব চুড়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে থাকা আরপিএম বিপ্লব নাথ, পঞ্চায়েত সচিব রীনা সিনহা ও জিআরএস বিধান চন্দ্র নাথের উপস্থিতিতে প্রতিনিধিমূলক আট দফা দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয়।আরপিএম বিপ্লব নাথ তাদের দাবি দাওয়া গুলি খতিয়ে দেখে ৩/৪ দিনের মধ্যে তাদেরকে জানানো হবে বলে আশ্বস্ত করেন ডিওয়াইএফাআই এর প্রতিনিধি দলকে।

অপরদিকে আরপিএম বিপ্লব নাথকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের আট দফা দাবি সনদের যুক্তিকতা স্বীকার করেন এবং পঞ্চায়েতের দুর্নীতির বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলে এ বিষয়ে তিনি কিছু বলবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন।

এটিএম হ্যাকিং মামলায় ধৃত সাতজন পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। এটিএম হ্যাকিং মামলায় আরও সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা হল সুমিত বণিক ,ওমর শরীফ, ফাতা আল ডেমির, মোহাম্মদ হান্নান, রাকিবুল ইসলাম, স্বর্ণকুমার ত্রিপুরা এবং মিঠুন ভৌমিক। তাদেরকে আদালতে তোলা হয়। পুলিশ ধৃতদের রিমান্ডে দেওয়ার জন্য আদালতে আর্জি জানায়। বিচারক পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। আগামী ২৫ জুলাই তাদের পুনরায় আদালতে তোলা হবে। জানা গিয়েছে, এটিএম হ্যাকিং এর মূল পান্ডা জেলের মধ্যে সুমিত বণিক, ওমর শরীফ, ফাতা আল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা নেট-স্লেট-পিএইচডি ফোরামের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবীতে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তাকে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।